NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ দেদীপ্যমান সূর্যের আলোকবর্তিকা

দিনদুপুরে শুটআউট বাঁকুড়ায়, জখম ৩ ৫

কলকাতা ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৯ ভাদ্র ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৮৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 6.9.2023, Vol.17, Issue No.87, 8 Pages, Price 3.00

সিবিসি-র ডিরেক্টর জেনারেল ধীরেন্দ্র ওঝা

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর: ১৯৯০ ব্যাচের ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিস অফিসার ধীরেন্দ্র ওঝা সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কমিউনিকেশন-এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হলেন। তিনি মনীশ দেশাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি পিআইবিতে প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর জেনারেল হিসাবে বদলি হয়েছেন। এই দায়িত্ব গ্রহণের আগে ওঝা নয়াদিল্লির আরএনআই-এর প্রেস রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। একইসঙ্গে তিনি এনএমডব্লিউ ও এমএমসির অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করবেন। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ওঝা ভারতের নির্বাচন কমিশনের ডিরেক্টর এবং ডিজি-সহ বিভিন্ন দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি দূরদর্শন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন।

যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ৪ জনকে আজীবন বহিষ্কার!

সুপারিশ তদন্ত কমিটির রিপোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্র মৃত্যুর পর প্রায় এক মাস হতে চলল। এরই মধ্যে তৎপর হতে দেখা গেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের রহস্যমৃত্যুতে ৪ জন বর্তমান পড়ুয়াকে আজীবন বহিষ্কারের সুপারিশ করল অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। পাশাপাশি ২৫ জনকে হস্টেল থেকে বের করে দেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির আরও সুপারিশ, হস্টেল সুপারের ভূমিকা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে শাস্তি দিতে হবে। কী করে অরিত্র ওরফে 'আলু' একসঙ্গে এতদিনের সই করল কর্তৃপক্ষকে তা খতিয়ে দেখার সুপারিশ করা হয়েছে ওই রিপোর্টে। র‍্যাগিংয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের পাশাপাশি পাঁচ জনকে চারটে সেমিস্টার, ১১ জনকে দুটো সেমিস্টার, ১৫ জনকে একটা করে সেমিস্টার সাসপেন্ড করার সুপারিশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন এক ছাত্রনেতা। তাঁর গবেষণা চলছে। কমিটির সুপারিশ, ওই ছাত্রনেতার গবেষণা সম্পূর্ণ হলে আর কোনও দিনও বিশ্ববিদ্যালয়মুখো হতে পারবেন না তিনি। সূত্রের খবর, ১৪০ জনের বয়ান রেকর্ড করেছে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে বয়ান, উত্তর নেওয়া হয় লিখিত আকারে। তার ভিত্তিতেই এই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট। প্রসঙ্গত, যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর পর-সহ উপাচার্যের নির্দেশ অনুসারে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল। তারা প্রথমে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট জমা করেছিল। এতদিনের মাথায় পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করল অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। এই রিপোর্টে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে, চার জন বর্তমান পড়ুয়াকে আজীবন বহিষ্কার করতে হবে। পাশাপাশি ২৫ জন প্রাক্তনীকে যে বর্তমানে হস্টেল থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঠিক সেই একই নির্দেশ মঙ্গলবার দিতে দেখা যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমকেও। প্রথম থেকেই হস্টেল সুপারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। ছাত্রদের একাংশ দাবি করেছিল, সেই রাতে বারবার ফোন করা সত্ত্বেও সুপার কেন মেইন হস্টেলে যাননি কেন?

রাজ্যপালকে সরাসরি আক্রমণে মুখ্যমন্ত্রী

অর্থনৈতিক বাধা ও রাজভবনের বাইরে ধর্নার হুঁশিয়ারি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধের হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কাজ কর্মের প্রতিবাদের রাজভবনের বাইরে ধর্না দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। শিক্ষক দিবসের মঞ্চ থেকে মঙ্গলবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস-কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের শিক্ষাকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন রাজ্যপাল। বোসের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনার কথায় বিশ্ববিদ্যালয় চলবে না। আমরা টাকা দেব। আর আপনি বিজেপির দালালি করবেন, তা হবে না। এরকম করলে আমরা অর্থনৈতিক বাধা তৈরি করব। টাকা দেব না। প্রয়োজনে রাজভবনের সামনে ধর্না দেব। আপনার অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ মানব না।'

সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগকে ঘিরে রাজ্যপালের সঙ্গে শাসকদলের সংঘাত দিন দিন তীব্র হয়ে উঠছে। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সহকর্মীরা রাজ্যপালকে এই ইস্যুতে আক্রমণ করতে ছাড়েননি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, রাজ্যপাল জেমস বন্ডের মতো আচরণ করছেন। তিনি তালিবানি মনোভাব নিয়ে চলছেন। তবে মঙ্গলবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসার হুমকি দিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সংঘাতে নতুন মাত্রা যোগ করলেন।

মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবারের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রাজ্যপালকে বিদ্ধ করে এও বলেন, 'আপনি যদি মনে করেন, আমি চিফ মিনিস্টারের থেকেও বড় তাহলে মনে রাখবেন সমস্ত পলিসি ঠিক করে রাজ্য সরকার। আপনি নন। আপনি যদি কোনও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, আর কোনও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আপনার কথায় চলে, আমি অর্থনৈতিক বাধা তৈরি করব। কারণ আমি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে দেব না।'

এরই পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের সীমা মনে করিয়ে দিয়ে এও জানান, 'এখন আমাদের এখানে বসে রয়েছেন একজন মাননীয় রাজ্যপাল। তিনি বলছেন, আমি স্কুল দেখব, আমি কলেজ দেখব, আমি বিশ্ববিদ্যালয় দেখব। আমি বলি, আইন মেনে চলুন, আমার কোনও আপত্তি নেই। টাকা দেব আমরা, পলিসি করব আমরা, আর আপনি খবরদারি করবেন।' এখানেই ক্ষান্ত হননি মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে এও বলেন, 'আমরা ইলেক্টেড, আপনি কনভেনশন্যাল নমিনেটেড পোস্ট। উনি কী ভাবছেন? মুখ্যমন্ত্রীর থেকেও বড়? সে উনি বড় হতেই পারেন।' এরপরই রাজ্যপালের উদ্দেশেও মমতা এও বলেন, 'এই রাজভবনের টাকা আমরা দিই। কেরল থেকে রোজ প্লেন ভাড়া করে লোক আনেন, আমরা দিই। টাকা যখন আমরা দিই, তাই ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।' এরপরই শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ করে মুখ্যমন্ত্রী রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে এও বলেন, 'ব্রাত্যকে বলবো কলেজ- প্রিন্সিপাল, উপাচার্যদের নিয়ে মিটিং করুন। প্রাক্তন উপাচার্যরাও থাকবেন। আপনারা আগামী দিনেও থাকবেন। কে কী করবেন, আমি দেখছি।'

সম্প্রতি রাজভবনের তরফ থেকে একের পর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর থেকেই রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। একটিতে রাজ্যপাল তথা আচার্য নিজেই দাবি করেছেন, যে সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নেই, তাতে অন্তবর্তীকালীন উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করবেন তিনিই। আইন বহির্ভূত পথে রাজ্যপাল হাঁটছেন বলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা বলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এরপর রাজভবনের তরফে থেকে ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তবর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। এতেই চরমে ওঠে সংঘাত। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ইচ্ছা মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করছেন বলে আগেই অভিযোগ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রীতিমতো রাজ্যপালকে চ্যালেঞ্জ করেন তিনি। আর এই রাজভবন আর নবান্ন-বিকাশভবনের মধ্যে উপাচার্য নিয়োগ ইস্যুতে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। এতদিন শিক্ষামন্ত্রীই রাজ্যপালের একাধিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। প্রকাশ্যেই আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এবার রাজ্যপাল বোসের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।

৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়েরই রেজিস্ট্রারকে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য বনাম রাজ্যপাল সংঘাত চরমে উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে বৈঠকে ডাকলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী ৮ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টোয় বিকাশ ভবনে ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের সঙ্গে বৈঠক করবেন শিক্ষামন্ত্রী। ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রেজিস্ট্রারদের সঙ্গে ব্রাত্য আলোচনা করবেন বলে খবর। বিশেষত, রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য সিভি আনন্দ বোসের দেওয়া বিভিন্ন নির্দেশ সম্পর্কে ওই বৈঠকে কথাবার্তা হবে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে এ-ও জানা যাচ্ছে, ওই দিন রেজিস্ট্রাররা নিজেদের মতামত জানাতে পারবেন শিক্ষামন্ত্রীকে।

শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হল ধূপগুড়ি উপনির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হলো ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বড় কোনও অশান্তি বা গোলমালের খবর পাওয়া যায়নি। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭৬ শতাংশের কাছাকাছি। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটগ্রহণের সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছটা পর্যন্ত। ফলে চূড়ান্ত ভোটের হার আরও কিছুটা বাড়তে পারে।

নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এদিন সকাল সাতটায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। নির্বাচনী এলাকায় ২৬০ টি বুথের প্রতিটিতে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ভোট পর্ব শান্তিপূর্ণ হলেও বিজেপি প্রার্থীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে। কেন বুথের পাশে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিজেপি প্রার্থী। তারপর তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কিকে জড়িয়ে পড়েন ওই পুলিশ সুপার। তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি। বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায় সকাল থেকেই অভিযোগ করছিলেন, বিভিন্ন বুথে দরজার সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে রাজ্য পুলিশও।

ফলপ্রকাশ ৮ সেপ্টেম্বর

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, তাদের বুথ থেকে ২০০ মিটার দূরে থাকার কথা। এই নিয়ে একটি বুথে বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে তর্কাতর্কি হয় এসপির। তিনি জানান, বুথের সামনে পুলিশ থাকবে না, এমন কোনও নিয়ম নেই।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনে বিজেপির টিকিটে জয়ী হন বিষ্ণুপদ রায়। তাঁর মৃত্যুতে এই উপনির্বাচন। বিজেপি প্রার্থী করেছে কাশ্মীরে নিহত জওয়ানের স্ত্রী তাপসী রায়কে। তৃণমূলের প্রার্থী অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়। কংগ্রেস সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী তথা শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র রায়। এর মধ্যেই ভোটের দু'দিন আগে রবিবার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মিতালি রায় যোগ দেন বিজেপিতে। অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী সভায় তৃণমূলে যোগ দেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি দীপেন প্রামাণিক। এবার ধূপগুড়ি বিধানসভার রাশ কার হাতে যাবে, তা জানা যাবে ৮ সেপ্টেম্বর।

স্পেন সফরের আগেই মন্ত্রিসভায় রদবদল করতে পারেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিছুদিনের মধ্যেই স্পেন সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে নবান্ন সূত্রে খবর, বিদেশ সফরের আগেই মন্ত্রিসভায় রদবদল ঘটাতে পারেন তিনি। নতুন কোনও নাম মন্ত্রিসভায় সংযুক্ত না করা হলেও বদলাতে পারে একাধিক মন্ত্রীর দপ্তর। নবান্নের অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, প্রাথমিকভাবে মন্ত্রিসভায় নতুন কোনও মুখ যুক্ত হচ্ছে না। তবে রদবদলের চিন্তা চলছে কয়েকটি দপ্তর নিয়ে। এই দপ্তরগুলি হল পর্যটন, খাদ্য এবং অচিরাচরিত শক্তি। সূত্রের খবর, এই দপ্তরগুলির কাজকর্মের উপর নজরদারি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

খাদ্য দপ্তরের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে খুশি নয় নবান্নের একাংশ। অন্যদিকে, পর্যটন দপ্তরের বিগত কাজকর্ম খতিয়ে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২৮ অগস্ট নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর থেকেই পর্যটন দপ্তরের উপর বিশেষ নজর ছিল শীর্ষ মহলের। পর্যটন দপ্তর এবং পর্যটন উন্নয়ন নিগমের শীর্ষ মহলের মতের অমিল সামনে এসেছিল। আর এরপর থেকেই এই নিয়ে নজরদারি শুরু হয় নবান্নের তরফ থেকে।

এক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সামনে আসছে ইন্দ্রনীল সেন, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম। বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের দায়িত্ব রয়েছে রথীন ঘোষের উপরে। এবার জল্পনা চলছে ফের এই দপ্তর কোনওভাবে যেতে পারে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাছে যেতে পারে কি না তা নিয়েও।

পাশাপাশি পর্যটন কি নতুন করে যেতে পারে ইন্দ্রনীল সেনের কাছে তা নিয়েও চলছে জল্পনা। এরই পাশাপাশি অচিরাচরিত শক্তি দপ্তরের কাজ নিয়ে বিশেষ সন্তুষ্ট নন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনটাই সূত্রে খবর। এই মুহূর্তে দপ্তরের দায়িত্ব রয়েছে রথীন ঘোষের উপর। ফলে নবান্নের অন্দরের খবর অনুসারে, মন্ত্রিসভায় একটা বড় রদবদলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

তবে এ নিয়ে নবান্নের শীর্ষ কর্তারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। যে সমস্ত দপ্তরে রদবদল হতে চলেছে তাদের আলাদা করে ফোন করা হয়েছে নবান্নের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে এমনটাই।

এদিকে আগামী ১২ তারিখ বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। লক্ষ্য লগ্নি টানা এবং বিনিয়োগ টানা। আর এই লক্ষ্যে যাওয়ার আগেই রাজ্যের একাধিক দপ্তরে বদল আনতে পারেন তিনি, জানা গিয়েছে এমনটাই। তবে এখনও পর্যন্ত পুরোটিই প্রাথমিক আলোচনা পর্যায়ে রয়েছে। কার কাছে নতুন কোন দপ্তর যেতে চলেছে তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

ফ্ল্যাট বিক্রিতে প্রতারণা, নুসরতকে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: নুসরতকে তলব ইডির। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে খবর, আগামী মঙ্গলবার তৃণমূলের অভিনেত্রী-সাংসদকে সল্টলেকের সিজিও কম্পলেক্সের ইডি দপ্তরে তলব করা হয়েছে। আর ইডির তরফ থেকে এই নোটিস পাঠানো হয়েছে মঙ্গলবারই, এমনটাই জানানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে। নুসরতের পাশাপাশি তলব করা হয়েছে সেভেন সেন্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অপর ডিরেক্টর রাকেশ সিংকেও। তাঁকেও আগামী মঙ্গলবার হাজিরা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

আগেই ফ্ল্যাট বিক্রিতে সেভেন সেন্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বিরুদ্ধে ২০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সংস্থার বিরুদ্ধে যখন প্রতারণার অভিযোগ ওঠে, তখন অন্যতম ডিরেক্টর পদে ছিলেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ। এই নিয়ে নুসরতকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এই নিয়ে পৃথক একটি ইসিআইআর অর্থাৎ এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট দায়ের করতে পারে বলেই জানা গিয়েছে। এই মামলায় আগেই কলকাতা পুলিশের থেকে যাবতীয় তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছিল ইডি। মনে করা হচ্ছে, দিল্লি থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরই এই তলব। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ইডি মনে করেছে, নুসরতকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, 'সেভেন সেন্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড'র ডিরেক্টর ছিলেন রাকেশ সিং, নুসরাত জাহান, রূপলেখা মিত্র-সহ মোট ৮ জন।

জি২০ নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্র নিয়ে বিতর্ক

নামবদলের জল্পনা নিয়ে সরব মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জি২০ সমাবেশে অংশ নেওয়া রাষ্ট্রনেতাদের একটি নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। সেই উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্রও যাচ্ছে নিমন্ত্রিতদের কাছে। যে আমন্ত্রণপত্র ঘিরে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতির অন্দরমহল। কারণ, ভারতের রাষ্ট্রপতি কাউকে কোনও চিঠি লিখলে তাতে চিরাচরিত ভাবে লেখা থাকে 'প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া' কথাটি। কিন্তু জি২০ নেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর চিঠিতে লেখা হয়েছে 'প্রেসিডেন্ট অফ ভারত' কথাটি লেখা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে এবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। দেশের নাম বদল করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি। জি২০ সম্মেলন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দেওয়া রাষ্ট্রনেতাদের নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্রে 'দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া'-র বদলে 'দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ভারত' লেখা নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজকে তো ইন্ডিয়ার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে বলে আমি শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে, জি২০-র লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তো আমরা বলি। এতে নতুনত্ব কী আছে?' তিনি আরও বলেন, 'ইংরিজিতে বলি ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। এতে নতুন করে কিছু বলার নেই। কিন্তু ইন্ডিয়া নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কী হল?'

এখানেই থেমে না থেকে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে চড়া সুরে আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেন, 'আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। কবে রবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম চেঞ্জ করে দেওয়া হচ্ছে। বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধের নাম বদল করে দেওয়া হচ্ছে। ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে।'

বিষয়টি নিয়েই বিজেপিকে তুমুল আক্রমণ করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। এক্স-এ রমেশের কটাক্ষ, 'তা হলে যেটা শুনেছিলাম, সেটাই সত্যি! আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি ভবনে জি২০ নেতাদের নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্রে লেখা হয়েছে 'প্রেসিডেন্ট অফ ভারত', অথচ চিরাচরিতভাবে 'প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া' লেখাই দস্তুর।' সেই একই বিষয় নিয়ে নাম না করে বিজেপির উদ্দেশে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মমতাও।

প্রসঙ্গত, জাতীয় স্তরে লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যে জোট তৈরি করেছে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইন্ডিয়া'। তাতে রয়েছে কংগ্রেস, শিবসেনা (উদ্ধব শিবির), এনসিপি, জেডিইউ, তৃণমূল, এসপি ও ডিএমকের মতো একাধিক বিজেপি-বিরোধী দল। সেই কারণেই ইন্ডিয়ার বদলে ভারত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে কি না, সে প্রসঙ্গে অবশ্য স্পষ্ট কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে।

শিশির অধিকারীর গাড়িতে হামলা, জখম হলেন সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাঁথির সাংসদ তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারীর গাড়িতে হামলার অভিযোগ খেজুরিতে। হামলায় সাংসদের গাড়ির কাচ ভাঙে। আহত হন প্রবীণ সাংসদ নিজে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর। শিশিরের ছেলে তথা তৃণমূল সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, তাঁর বাবার মাথায় আঘাত লেগেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরির তেঁতুলতলায় শিশিরের গাড়ি দেখার পর আচমকা স্লোগান তোলেন কয়েক জন। অভিযোগ, ওই ভিড় থেকে কয়েক জন ইট ছোড়েন সাংসদের গাড়িতে। তার ফলে কাচ ভাঙে গাড়ির। আহত হন কাঁথির সাংসদ।

কার্যকর হল সরকারি কর্মীদের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত নতুন নিয়ম

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি কর্মীদের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত নতুন নিয়ম কার্যকর হলো। এই মর্মে রাজ্যের অর্থ দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের অর্থদপ্তর। গত ৩১ মে নবান্নে রাজ্য সরকারি কর্মীদের কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেছিলেন। বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতি ছাড়াও ওই বৈঠকে গৃহীত কয়েকটি সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য অর্থ দপ্তর এই নির্দেশিকা জারি করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন হার বৃদ্ধি সংক্রান্ত কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিমের পরিবর্তন। রাজ্য সরকারের যে সমস্ত কর্মীরা নির্দিষ্ট বছর কাজ করার পরেও প্রোমোশন পান না তাঁরা এই স্কিমে পরবর্তী বর্ধিত বেতন হার পাওয়ার সুযোগ পান।

আগের নিয়ম অনুয়ায়ী, এতদিন ৮, ১৬ এবং ২৫ বছর কাজ করার পর এই স্কিমে বেতন হার বৃদ্ধি হতো কর্মীদের। তবে এবার থেকে ১৫ এবং ২৪ বছর কাজ করার পরেই বেতন হার পরিবর্তন হবে। যদিও প্রথম পর্যায়টি অবশ্য ৮ বছরই থাকছে। এর ফলে বহু সংখ্যক রাজ্য সরকারি কর্মী উপকৃত হবেন। অন্যদিকে, নবান্ন সভাঘরের ওই বৈঠকে সচিবালয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ৩০০-র বেশি নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে বলেও জানানো হয়েছিল। ওই পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও এবার জারি করা হয়েছে। সেকশন অফিসার থেকে শুরু করে অতিরিক্ত সচিব, বিভিন্ন পর্যায়ে নয়া পদগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে। সচিবালয়ের লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্টরা প্রোমোশনের মাধ্যমে এই পদগুলিতে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। এতদিন তাঁরা যুগ্মসচিব পদ পর্যন্ত এগোতে পারতেন, কিন্তু এবার অতিরিক্ত সচিবের ১০টি পদও তাঁদের জন্য বরাদ্দ করা হল।

মেট্রো স্টেশন ও হাসপাতালও পরিদর্শন করলেন মেট্রোর জিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার কলকাতা মেট্রোর মহানায়ক উত্তম কুমার এবং নেতাজি স্টেশনের পাশাপাশি তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি। মঙ্গলবারের পরিদর্শনের সময় কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তা মহানায়ক উত্তম কুমার এবং নেতাজি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম এলাকা, কনকোর্স এরিয়া, এএফসি-পিসি গেট পরিদর্শনের পাশাপাশি স্টেশন চত্বরের পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যও ঠিক কেমন রয়েছে তাও পরিদর্শন করেন। এরই পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর স্টেশনের কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। এরপরই কলকাতা মেট্রোর এই শীর্ষকর্তা তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি আউট পেটেন্ট জিপার্টমেন্ট ব্লকের পাশাপাশি, বিশেষ ক্লিনিক, ফিজিওথেরাপি ইউনিট, প্যাথলজি ইউনিট, ফার্মেসি, স্টোরও পরিদর্শন করেন।এদিনের এই পরিদর্শনের সময় হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে হাসপাতালের রোগী, চিকিৎসা কর্মকর্তা ও কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন।

এদিনের এই পরিদর্শনের পর এই হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত সবাইকেই হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত করতে একযোগে কাজ করার পরামর্শও দেন। কারণ, এতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে বলেই মনে করেন তিনি। এদিনের এই পরিদর্শনকালে মেট্রো রেলের শীর্ষ কর্তার সঙ্গে ছিলেন কলকাতা মেট্রোর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও, এমনটাই জানান কলকাতা মেট্রোর জনসংযোগকারী আধিকারিক কৌশিক মিত্র।

ব্লসম কোচার অ্যারোমা ম্যাজিক নিয়ে এল ৪ প্রোডাক্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাজারে নতুন চারটি পণ্য নিয়ে এল ব্লসম কোচারের 'অ্যারোমা ম্যাজিক'। এ প্রসঙ্গে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারপার্সন ডঃ ব্লসম কোচার জানান, নতুন আসা সিরামগুলি অ্যারোমাথেরাপি- ভিত্তিক উপাদান দিয়ে তৈরি এবং প্যারাবেনস ফ্রি। কৃত্রিম সুগন্ধির মতো ক্ষতিকারক উপাদানগুলি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সঙ্গে এও জানান, নিয়মিত এই সিরাম ব্যবহার করলে ত্বকের উন্নতি হবে।

বীজপুরে কচিকাঁচাদের শিক্ষাসামগ্রী প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুজিত দাসের উদ্যোগে মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসে কচিকাঁচাদের শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, কাঁচড়াপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান শুভ্রাংশু রায়, প্রাক্তন পুরপ্রধান সুদামা রায়-সহ বিশিষ্ট জনেরা। এদিন সাংসদ বলেন, 'শিক্ষকদের সম্মান দিতে হবে। তবে যারা পড়ান, তারাই শুধু শিক্ষক নন। বাবা-মায়েরাও আমাদের শিক্ষক। সমাজের গুরুজনরাও শিক্ষক।'

'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্প বাস্তবায়নে ৯৭৭ কোটির অনুদান রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার চলতি বছর 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার পড়ুয়াকে স্মার্ট ফোন ও ট্যাব কিনে দেওয়ার জন্য ৯৭৭ কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে। মঙ্গলবার কলকাতায় শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিক ভাবে এই অনুদান বণ্টন শুরু করেছেন। ধনধান্যে প্রেক্ষাগৃহের অনুষ্ঠান থেকে এদিন তিনি প্রতীকীভাবে সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও মাদ্রাসার দ্বাদশ শ্রেণির বেশ কয়েকজন পড়ুয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই টাকা পাঠান।একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ২০ হাজার শিক্ষার্থীর হাতে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা প্রদানের সূচনাও ঘটান।

এর আগে বিগত ৩ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ২৭ লক্ষ পড়ুয়ার হাতে ১০হাজার টাকা করে তুলে দিয়েছে ট্যাবলেট কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোন কেনার জন্য। কোভিডকালে বাড়িতে বসে যাতে অনলাইনে বাংলার পড়ুয়ারা যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে পারেন তার জন্য 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে পাঠানোর সূচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কোভিডকাল পেরিয়ে গেলেও রাজ্য সরকার সেই প্রকল্প কিন্তু বন্ধ করে দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বরঞ্চ সিদ্ধান্ত নেন, এবার থেকে প্রতি বছর রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও মাদ্রাসার দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের প্রতিবছর এই টাকা দেওয়া হবে ট্যাবলেট কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোন কেনার জন্য। দেশের আর কোনও রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রের সরকারও এত টাকা খরচ করে না পড়ুয়াদের হাতে ট্যাবলেট কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোন কিনে দেওয়ার জন্য। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই প্রতি বছর করে দেখাতে পারে।

একই সঙ্গে রাজ্যের মেধাবী পড়ুয়ারা অর্থাভাবে যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না থাকেন তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প। এই প্রকল্পে একজন উচ্চশিক্ষার্থী সহজ শর্তে ১৫ বছরের জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারে। এর জন্য তাকে বা তার পরিবারকে গ্যারেন্টার হতে হয় না। রাজ্য সরকারই তাদের ঋণের জন্য গ্যারেন্টার হয়। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৫৬ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী ১৮০০ কোটি টাকারও বেশি ঋণ পেয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এদিন অর্থাৎ শিক্ষক দিবসের দিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আরও ২০ হাজার শিক্ষার্থীকে আরও প্রায় ৬০০ কোটি টাকার ঋণ পাইয়ে দিয়েছেন।

শিক্ষক দিবস পালন ভাটপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ওয়েস্ট বেঙ্গল তৃণমূল প্রাইমারি টিচার এসোসিয়েশনের ভাটপাড়া সার্কেলের উদ্যোগে মঙ্গলবার পালন হল শিক্ষক দিবস। কাঁকিনাড়ার ২৯ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন শ্রী গণেশ আপার প্রাইমারি স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন সাংসদ অর্জুন সিং, ভাটপাড়া সার্কেলের এস আই অঞ্জনা বিশ্বাস, তৃণমূল প্রাইমারি টিচার এসোসিয়েশনের উত্তর ২৪ জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে দেবজ্যোতি ঘোষ ও বিজেশ প্রসাদ, ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি অমিত গুপ্তা, নৈহাটি পুরসভার শিক্ষা দপ্তরের সিআইসি কানাই লাল আচার্য্য প্রমুখ। এদিন ভাটপাড়া সার্কেলের ২৫০ জন শিক্ষককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সাংসদ অর্জুন বলেন, 'কিছু কিছু হিন্দি ও উর্দু প্রাইমারি স্কুলে পড়ুয়া থাকলেও, বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলো পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে। যদিও সরকারের তরফে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা রয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে।' সাংসদের পরামর্শ, প্রাথমিকগুলো বাঁচাতে শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে। অভিভাবকদের বুঝিয়ে বাচ্চাদের নিজেদের স্কুলে টানতে হবে।

পরিবেশ ও জল সংরক্ষণে ভারত সরকারের সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পরিবেশ সচেতনতার জন্য এবার অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ভারত সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে গিয়ে স্কুলের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। রাজ্যের যে সমস্ত জেলাগুলিতে জলের সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্ত জেলাগুলিতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর বনফুল রিসর্টে ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একটি পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পরিবেশে বাঁচতে গেলে জল কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে সেই বিষয়গুলি নিয়েই আজকের এই বিশেষ কর্মসূচি। জয়পুর ব্লকের মোট ১৮টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই কর্মসূচিতে যোগদান করে। এজন্যই এই কর্মসূচিতে পরিবেশ রক্ষা এবং জল সংরক্ষণ বিষয়ে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পরিবেশ রক্ষা এবং জল সংরক্ষণ বিষয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতা করা হয়। এমনকি পরিবেশ রক্ষা ও জল সংরক্ষণের বিষয় নিয়ে একটি সচেতনতামূলক নাটক করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারত সরকারের জল শক্তি মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় ভূমি ও জল বোর্ডের বিজ্ঞানী সুজিত সরকার।

পথ দুর্ঘটনায় আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে কাঁকসার মিনি বাজারের কাছে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কের ওপর। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি ছোট গাড়ি বীরভূম থেকে পানাগড় আসার পথে এক বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন কাঁকসার ফারাকি ডাঙার বাসিন্দা ৩৮ বছর বয়সি লোদো হেমব্রম। স্থানীয়দের দাবি, ওই বাইক আরোহী দুর্ঘটনার সময় রাস্তা পারাপার করছিলেন। বীরভূম থেকে ছোট গাড়িটি দ্রুত গতিতে আসার সময় ঘটে দুর্ঘটনা। পরে ছোট গাড়ির চালক গুরুতর আহত ব্যক্তিকে কাঁকসার রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে পালিয়ে যান।

চার দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার গভীর রাতে কাঁকসার বেলডাঙা এলাকার একটি বেসরকারি কারখানার কাছে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কের ওপর থেকে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃতরা ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল বলে দাবি পুলিশের। ধৃতরা হল বীরভূমের বাসিন্দা শেখ ইয়ার মহম্মদ, শেখ আকবর ও প্রসেনজিৎ মণ্ডল এবং ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা হাসিম আনসার। ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশি পাইপ গান, একটি কার্তুজ, কিছু ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচজনের একটি দল ডাকাতির উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় জড়ো হয়েছিল। কাঁকসা থানার টহলরত পুলিশ ভ্যানের কর্মীদের সন্দেহ হলে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটকাতে গেলে ধৃতরা পালানোর চেষ্টা করে, তখনই চারজন দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলে কাঁকসা থানার পুলিশ এবং এক দুষ্কৃতী সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়। ধৃতদের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তার সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

শিক্ষক দিবসে অভিনব প্রতিবাদ ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক দিবসের দিন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এক অভিনব প্রতিবাদ করলেন ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক শিক্ষকরা। মঙ্গলবার বেলা ১ টায় হাওড়া বাস স্ট্যান্ডে অভিনবভাবে প্রতিবাদে সামিল হন তাঁরা। বাটি হাতে ভিক্ষা থেকে ছাগল চরানোর ঘটনাকে সর্বসমক্ষে তুলে এনে বিদ্ধ করলেন রাজ্য সরকারকে। এরই পাশাপাশি এদিন তাঁদের একাংশকে বাসে উঠে ভিক্ষাও করতে দেখা যায়।

কারণ, তাঁদের দাবি, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৭২৬ টি সরকার ও সরকার পোষিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন হাতে কলমে শেখার বিষয়গুলি চলছে ২০১৩ সাল থেকে। যার মধ্যে পড়ে অটোমোটিভ, রিটেল, হেল্থ কেয়ার, ইনফরমেশন টেকনোলজি, বিউটি এণ্ড ওয়েলনেস, প্লাম্বিং , ইলেকট্রনিক্স, কনস্ট্রাকশনের মতো নানা বিষয়। ২০১৩ সাল থেকে এই বিষয়গুলি পড়ানো হলেও শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে প্রাইভেট এজেন্সির সূত্রে। যার ফলে শিক্ষকরা বহুকাল সময়মতো বেতন পা না। এনিয়ে বহু অভিযোগের পাশাপাশি আন্দোলন করলেও কাজের কাজ কিচ্ছু হয়নি। একইসঙ্গে শিক্ষকদের তরফ থেকে এ অভিযোগও তোলা হচ্ছে যে, যখন তখন এই সব প্রাইভেট এজেন্সি চাকুরি থেকে শিক্ষকদের ছাঁটাই করছে। এদিকে আবার ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক মিলছে না, ল্যাব পরিকাঠামো ঠিকমতো গড়ে ওঠেনি।

এই প্রসঙ্গে এনএসকিউএফ শিক্ষক পরিবারের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক নির্মল মণ্ডল জানান, ' যাঁরা চাকরি করছেন তাঁদের অবিলম্বে প্রাইভেট এজেন্সির হাত থেকে সরিয়ে স্থায়ীকরণ করতে হবে। সঙ্গে বেতন কাঠামো ও বেতন বৃদ্ধি সহ ছাঁটাই হওয়া শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে পুনর্বহাল করে শিক্ষকদের প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দিতে হবে। যে বঞ্চনা চলছে তার থেকে অবিলম্বে মুক্তি দিক রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 04/09/23 S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 810 নং এফিডেভিট বলে Atikramjit Paul S/o. Rajendranath Paul ও Atikram Jit Pal S/o. Lt. R. N. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 01/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13592 নং এফিডেভিট বলে আমি Malay Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Fanibhushan Banerjee ও P. B. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 05/09/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4807 নং এফিডেভিট বলে Chintada Ramana S/o. Chintada Ramulu ও C H Ramane S/o. CH Ramloo সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 01/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13561 নং এফিডেভিট বলে Amit Kumar Das S/o. Bhabani Prasad Das ও Amit Das S/o. B. Pd Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 18/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12724 নং এফিডেভিট বলে Ashok Kumar Dhara S/o. Bharat Chandra Dhara ও Ashok Kr Dhara S/o. B. Dhara সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 28/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11589 নং এফিডেভিট বলে আমি Vinod Kumar Sharma ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Durga Prasad Sharma ও H. R. Sharma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 01/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13563 নং এফিডেভিট বলে Sourav Modak S/o. Sunil Kumar Modak ও Saurav Modak S/o. S. Kr. Modak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CHANGE OF NAME

I, MD IRFAN S/O Md. Salim residing at 3/2, B.L. No. 15, Meghna More, P.O. + P.O. - Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743125 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, at Barrackpore dated 05.09.2023 that my mother's actual and correct name is JUBEDA KHATUN i.e. recorded in her Aadhar Card but in my birth certificate issued by Khardah Municipality, my mother's name has wrongly been recorded as JUBAIDA KHATUN. JUBEDA KHATUN and JUBAIDA KHATUN is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Vangapalli Pavan Kumar, Son of Late Vangapalli Viswanatham, Resident of Flat No 4B, 4th Floor, 59A/1/1, Bose Pukur Road, Kasba, Kolkata - 700042 do hereby Solemnly declare that my daughter's name has been wrongly recorded in her few documents as Hansica V instead of Hansica Vangapalli. The both names are one and same identical person vide affidavit by Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore on 04/09/2023.

E-TENDER

E- Tender invited by the Prodhan, Gopinathpur Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity) Gopinathpur, Nadia. **NIT No. 04/15th FC & GWM/2023-24**, Last date of submission **13.09.2023 up to 6p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** and Sealed tender **NIT No. 03/GWM/ 2023- 24.** Last date of application **11.09.2023 up to 2p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Gopinathpur Gram Panchayat.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই সেপ্টেম্বর । ১৯ ভাদ্র। বুধবার সপ্তমী তিথী । জন্মে বৃষরাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বৃহস্পতি বুধ অনুকূলে আছে। আজ জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ব্যাবসায়ী অধ্যাপক চিকিৎসক ব্যাবসায়ীদের জন্য অতীব শুভ দিন। কোনো প্রতিষ্ঠিত পুরুষ বা মহিলা দ্বারা কিছু সুযোগ বৃদ্ধি। ভাগ্য প্রবর্তনশীল চাকরি ছাড়বেন ভাবছেন, বাবসাতে শুভ হবে। তবে গ্রহ অবস্থান দেখে নিয়ে কাজ করুন।

বৃষ রাশি : আজ একটু বেগ পেতে হবে। দিনটি কষ্টকর। কর্ম ক্ষেত্রে আপনার বস আপনার ওপর সন্তুষ্ট নয়। বিবাহিত জীবন আজ সুখকর নয়। গুপ্ত কথা প্রকাশে আস্তে পারে। যে মহিলাকে আপন করতে চাইছেন তিনি কি আপনার সত্যি করের আপন। কষ্টসহিষ্ণুতা আপনার একটি মহৎ গুন্। একটু ধৈর্য ধরুন সময় আসবে।

মিথুন রাশি : আপনার উদারতা এবং পরদুঃখ কাতরতা আজ আপনাকে সম্মান পাইয়ে দেবে। প্রতিপত্তি বিস্তার হবে ,নাম,যশ বৃদ্ধি হবে। যারা প্রশাসন বিভাগে কাজ করছেন তারা মন কে স্থির করুন আজ আত্ববিশ্বাস বৃদ্ধি হবে বিশেষ লাভ পাবেন।

কর্কট রাশি : আজ আপনার অদ্ভুত খেয়ালের জন্য সম্মান প্রাপ্তি নিশ্চিত। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতা ,ভাবপ্রবণতা, দ্বারা সকলের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ হবে। যে মানুষরা আপনার সান্নিধ্য পেতে চায়ে তাদের থেকে আজ শুভত্ব প্রাপ্তি হবে। প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম পাওয়ার নেশা আজ আপনার মধ্যে কিছু ভালো তৈরী করবে।

সিংহ রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। আজ আপনার উদ্দীপনা, সাহসিকতা, সবার প্রশংসা কুড়োবে। বন্ধু ভাগ্য ভালো। আজ সহজেই বন্ধুত্ব লেভার দ্বারা শুভ হবে। আপনি যেমন বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন আজ এই রকমই কয়েকজন বন্ধু আপনার পশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

কন্যা রাশি : ভবিষৎ সম্পর্কে আপনার উদাসীনতা আজ কোনো মানসিক দুঃখ দিতে পারে। ঠিকাদারি কাজে যারা আছেন আজ কোনো ক্ষতির সোমুখহীন হতে পারেন। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন।

তুলা রাশি : শিক্ষক উপদেষ্টা সরকারি বেসরকারি কর্মচারী দের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আটকে থাকা কোনো কাজ হটাৎ হয়ে পরবে। পরিবারে আপনার বুদ্ধির দ্বারা দীর্ঘদিনের আটকে থাকা জট আজ খুলতে পারে। নিখুঁত ভাবে কাজ করার জন্য আজ আপনার সম্মান বৃদ্ধি হবে কর্ব্মক্ষেত্রে।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে কোনভাবে গাফিলতিও করলেও আজ এমনি এক শুভ দিন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আজ আপনার প্রশংসা করবে। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে না রেখে আজ গুপ্তত শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবেন। আয়কর বিক্রয়কর সামাজিক বিবাদের কাজ শস্য জাতীয় বিভাগের কাজের আজ আর্থিক লাভ নিশ্চিত। যারা কারিগরি বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করছেন তাদের আজ শুভ দিন।

ধনু রাশি : বৃহস্পতির কৃপা পাবেন আজকে। উদারতা ও ক্ষমা আপনার এই দুই মহৎ গুনের জন্য আজ আপনি সম্মান পাবেন। সমাজ সেবায় সুনাম হবে। কোনো রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। সাহিত্য চর্চা, ও স্টেশনারি দোকান যাদের আছে তাদের আজ শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ পরিবার পরিজন থেকে ছোট ঘটনা নিয়ে বড়ধরণের বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দেব দেবীর মন্দিরে না গিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। শশুর তৃতীয় ব্যাক্তি দ্বারা আজ মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। মন সন্দেযুক্ত হওয়ার কারণে যার উপর সন্দেহ করছেন তিনি কিন্তু সন্দেহের উর্ধে। বিশ্রাম নিন তবে অতি বিশ্রামে শরীর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

কুম্ভ রাশি : ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। নৈরাশ হতাশা কেটে সন্তান এবং পরিবারের সদসদের ব্যাবহারে আনন্দ বৃদ্ধি। যেহেতু শুভ দিন সেহেতু আজ কিছু বড়ো কাজ করবেন ভেবেছিলেন সেটি শুরু করতে পারেন। শশুর বাড়ির কোনো বয়স্ক সদস্যের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। ফোন,ফ্যাক্স দ্বারা কোনো যোগাযোগে অর্থ বৃদ্ধি নিশ্চিত।

মীন রাশি : পরিবারে বিতর্ক বিবাদ বিসংবাদ চলবে। ধৈর্য সহ পিত মাতার কথা শুনলে সমস্যার পথ বেরোবে। বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো স্পিরিচুয়াল গুরুর বাককে সমর্থ করার জন্য লাভ প্রাপ্তি। সন্তাননেই সফলত্যে আনন্দ প্রাপ্তি। গুপ্ত শত্রুর মোকাবিলা করে রুখে দিতে পারবেন। সিংহ, কন্যা, ও কুম্ভ রাশির জাতক থেকে সতর্কপ থাকুন । ধৈর্য ধরলে পরিবার থেকে বড়ো রকমের সমস্যা থেকে মুক্তি।

(আজ যোগদ্যানে পরমহংস শ্রী রামকৃষ্ণদেবের নিত্যাবির্ভাব দিবস)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন সন্তোষ কুমার সিং হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১ ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ৬ সেপ্টেম্বর ১৯ ভাদ্র, ১৪৩০, বুধবার

‘প্রাক্তনীদের চিহ্নিত করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বার করে দিন’

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা প্রাক্তনী, তাঁরা হস্টেলে যাতে না থাকেন তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে কর্তৃপক্ষকে। মঙ্গলবার এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন প্রধান বিচারপতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট নির্দেশ দেন, ‘প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ঘরে গিয়ে দেখতে হবে, কারা এমন আছেন। হস্টেলের প্রত্যেক রুমে গিয়ে দেখতে হবে, প্রাক্তনীরা রয়েছেন কিনা। যদি থাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বের করে দিন। ঘর ছেড়ে দিলে মেইনটেন্সের কাজ শুরু করুন।’ পাশাপাশি প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও ইউনিয়ন না থাকলে জনসমক্ষে বক্তব্য বা প্রেস রিলিজ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

এদিকে যাদবপুরের ছাত্রের রহস্য মৃত্যুর পর একাধিক মামলা কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন। একটি ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ছাত্র সংসদকেও যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। আদালতের বক্তব্য ছিল, যাদবপুরের সমস্যা নিয়ে বিচার করতে হলে ছাত্রদের বক্তব্য শোনাও জরুরি। সেখানেই উঠে আসে যাদবপুরে সায়েন্সের ছাত্রদের ইউনিয়ন নেই। এদিনের শুনানিতে ছাত্রদের আইনজীবী বলেন, ‘ছাত্রদের ইউনিয়ন নেই। আর্টসের ইউনিয়ন আছে। ২০২০ নির্বাচনের পর আর কোনও নির্বাচন হয়নি। আর্টসের ক্ষেত্রে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজন এই মামলায় অংশ নিতে চান।’ তবে এক্ষেত্রে তিনি এটাও স্পষ্ট করেন, ‘ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। যাবতীয় কিছু রাজনৈতিক কারণে হচ্ছে।’ তখন প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘যদি ইউনিয়ন না থাকে তাহলে

ব্যক্তিগতভাবে কেউ আসতে পারেন। সায়ন্সের কোন ইউনিয়ন নেই। তাহলে বক্তব্য রাখা বন্ধ করতে হবে।’ এই প্রসঙ্গে বিচারপতি এও প্রশ্ন তোলেন, ‘ছাত্ররা যাঁরা পাশ করে গিয়েছেন তাঁরা কীভাবে হস্টেলে থাকছেন?’

এদিকে ইতিমধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের কোনও কোনও ঘরে আলো নেই বলেও অভিযোগ করা হয় ছাত্রদের তরফে। তার প্রেক্ষিতে কলেজ, হস্টেলের মেরামতির কথা বলেন প্রধান বিচারপতি।

এদিকে রাজ্যের তরফ থেকে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘বলা হচ্ছে ইউনিয়ন নেই। আবার পাবলিক স্টেটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। এটা কীভাবে সম্ভব?’

এরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সৌম্য মজুমদার বলেন, ‘২০১৬ থেকে ইউজিসি গ্র্যান্ট আপাতত বন্ধ। রাজ্য শুধু অধ্যাপকদের বেতন দেয়। ২৭৩ কোটি টাকা রাজ্য চেয়েছে।’ এরই প্রেক্ষিতে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আচার্যকে বলুন কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে। উনি বিভিন্ন অধ্যাপকদের চা আর স্যানক্স খাওয়াচ্ছেন। ওঁকে বলুন টাকার ব্যবস্থা করতে।’ এরপরই এদিন কর্তৃপক্ষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্ট নিয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

উল্লেখ্য, সোমবারই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে ইউজিসির প্রতিনিধি দল। সেক্ষেত্রে এদিন প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘ইউজিসি দেখবে রেগুলেশন প্রয়োগ হচ্ছে কিনা।’

মাকে না পেয়ে অবসাদ! ছাত্রমৃত্যুতে স্কুলে শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবার রথতলার স্কুলে ওপর থেকে পড়ে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এবার স্কুলে গেলেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যরা। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ওই ছাত্র অত্যন্ত অবসাদগ্রস্থ ছিল। ছোটবেলায় মা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে প্রায় একাই বড় হয়েছে সে। সেই কষ্ট, খারাপ লাগা জমা ছিল তার মনের ভিতর। আগে জানা গেলে তাঁরা কথা বলতেন ছেলেটির সঙ্গে, দাবি কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তীর।

গত সোমবার কসবা রথতলার সিলভার পয়েন্ট স্কুলে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এক ছাত্রের দেহ। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি সে ছ’তলা থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। চিকিৎসকরা বলছেন, ওপর থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে এই মৃত্যু আত্মহত্যা না কি, অন্য কিছু তা নিয়েই প্রশ্ন। মৃতের পরিবারের তরফে যদিও স্কুলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। মৃত ছাত্র শেখ শানের বাবার অভিযোগ, তাঁর ছেলেকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, করোনা পরবর্তী সময়ে স্কুলের ফি বৃদ্ধি নিয়ে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তারপর থেকেই তাঁর ছেলের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। স্কুলের প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল ও আরও দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন শেখ শানের বাবা।

পাশাপাশি স্কুল প্রজেক্ট সোমবার সঠিকভাবে জমা দিতে না পারায় তাকে সকলের সামনে বকাবকিও করা হয়েছিল বলে পরিবার সূত্রে খবর। তার জেরেই ওই কিশোরের মনে কোনও প্রভাব পড়েছিল কি না, দেখা হচ্ছে।

এদিকে, শানের পরিবারের সদস্যদের দাবি, স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের মধ্যেই একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে। তাদের অভিযোগ, স্কুল থেকে প্রথমে দু’রকম কথা বলা হয়েছিল। প্রথমে বলা হয়েছিল মাথা ঘুরে ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে শান। পরে বলা হয়েছে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে যে, যদি সিঁড়ি বা ছাদ থেকেই পড়ে যেত, তাহলে অন্য কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই কেন তা নিয়েও। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, কেবলমাত্রা শানের দাঁত থেকেই রক্ত বের হচ্ছিল। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে যে বাবা মাকে প্রথমেই ফোন না করে স্কুল কেন দূরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল কেন তা নিয়েও। কারণ, স্কুলের কাছেও ছিল হাসপাতাল।

এদিকে সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালেই মৃত ছাত্রের বাড়িতে পৌঁছেছে কসবা থানার পুলিশ। কথা বলেন পরিবারের সঙ্গে। মৃত ছাত্র দিদার কাছেই থাকত। ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি।

দিল্লি নয়, মলয় ঘটককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে কলকাতাতেই: সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কয়লা পাচার মামলায় নাম জড়িয়েছে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের। একাধিকবার আইনমন্ত্রীকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। বহুবারই হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। তবে মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককে কলকাতাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে।

প্রসঙ্গত, কয়লা পাচার মামলার তদন্তে ২৬ জুন মলয় ঘটককে দিল্লিতে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ১২ বার হাজিরা এড়িয়ে গেছেন তিনি। তারও আগের সপ্তাহে, ১৯ জুনও তাঁকে দিল্লিতে তলব করা হয়েছিল। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দিতে বলা হয়। তাৎপর্যপূর্ণ হল, মলয় ঘটককে এর আগে যতবারই দিল্লিতে তলব করা হয়েছে তিনি যাননি। পরিবর্তে দিল্লি কোর্টে এই বিষয়ে পাল্টা আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, এদিন ওই

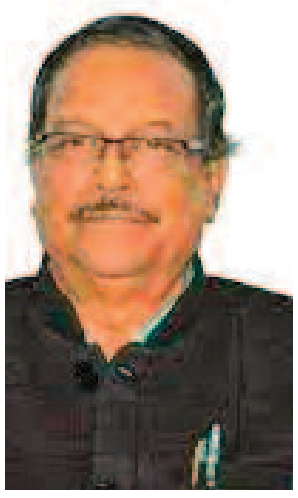

আবেদনের শুনানিতেই দিল্লির পরিবর্তে মলয় ঘটককে কলকাতায় জেরা করার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট । আদালতের নির্দেশ, কোনও মামলায় জেরার প্রয়োজন হলে কলকাতায় গিয়ে আইনমন্ত্রীকে জেরা করতে পারবেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্তারা। তবে ২৪ ঘণ্টা আগে এবিষয়ে তাঁকে নোটিস দিতে হবে। ইডি-র ডাকাডাকির বিষয়টি নিয়ে মলয় সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছিলেন। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, বাংলার আইনমন্ত্রীকে অন্তত ১৫ দিনের সময় দিয়ে ডাকতে হবে। ইডি সূত্রের খবর, দু’টি মেল পাঠানোর পর মলয় নিজেই জানিয়েছিলেন, ১৯ জুন থেকে যে সপ্তাহটি শুরু হচ্ছে সেই সপ্তাহে তাঁর হাজিরা দিতে কোনও সমস্যা নেই। তারপরই মলয়কে ১৯ জুনই দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি যাননি। এরপর ২৬ জুনও হাজিরা দেননি তিনি। উল্টে ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি।

এর আগে কয়লা মামলার তদন্ত সূত্রে সিবিআই অভিযান চালিয়েছিল। তারা পৌঁছে গিয়েছিল মলয়ের আসানসোলের বর্তমান বাড়ি, পৈতৃক বাড়িতে। এমনকী রাজভবনের মন্ত্রী কোয়ার্টারের যে ফ্লোরে মলয় থাকেন সেখানেও হানা দিয়েছিল সিবিআই।

গোরু পাচার মামলায় এবার কৃপাময়কে তলব সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গোরু পাচার মামলায় এবার বীরভূমের তৃণমূল যুবনেতা কৃপাময় ঘোষকে বুধবার নিজাম প্যালেসের তলব করল সিবিআই।

এদিকে সিবিআই আধিকারিকেরা আসানসোল থেকে বর্ধমান যাওয়ার পথে বর্ধমানের শক্তিগড়ে একটি হোটেলে দাঁড়িয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলের গাড়ি। সেখানেই প্রাতঃরাশ খেতে শুরু করেন বীরভূমের এক সময়ের বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডল। সেখানেই কেষ্ট মণ্ডলের খাবার টেবিলে দেখা যায় সবুজ পাঞ্জাবি পরিহিত এক ব্যক্তিকে। এই ছবি দেখাতেই ওই ব্যক্তির পরিচয় নিয়ে জল্পনা শুরু হয় নানা মহলে। কে তিনি, কীভাবে তিনি অনুব্রতর কাছে গেলেন তা নিয়ে তৈরি হয় নানা প্রশ্ন। পরবর্তীতে জানা যায় এই ব্যক্তিই বীরভূমের তৃণমূল যুবনেতা কৃপাময় ঘোষ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, অনুব্রতর যে কোনও দরকারে, যে কোনও কাজে সর্বদাই হাজির থাকতেন তাঁরই ভাতৃসম এই কৃপাময়। কেষ্টর ছায়াসঙ্গী হিসাবেও পরিচয় রয়েছে তাঁর। তবে গরু পাচার মামলায় গ্রেফতারির পর যে শুধু শক্তিগড়েই তাঁকে অনুব্রতর সঙ্গে দেখা গিয়েছিল এমনটা নয়। এর আগে দুবরাজপুর আদালতে অনুব্রতকে তোলার সময় দেখা মিলেছিল কৃপাময়ের। সেই কৃপাময়কে এবার তলব সিবিআইয়ের।

সিবিআই আধিকারিকেরা আসানসোল থেকে বর্ধমান যাওয়ার পথে বর্ধমানের শক্তিগড়ে একটি হোটেলে দাঁড়িয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলের গাড়ি। সেখানেই প্রাতঃরাশ খেতে শুরু করেন বীরভূমের এক সময়ের বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডল।

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক মধুর রাখার বার্তা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক মধুর রাখার বার্তা দিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার গারুলিয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক এখন আর মধুর নয়। আগে গুরুর কাছে ছাত্রদের পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতেন অভিভাবকরা। কিন্তু এখন অভিভাবকরা ভাবছেন ছাত্রদের দুষমন হয়ে গেছেন শিক্ষকরা।’ কিন্তু এই ধরনের ভাবনা দূরে সরিয়ে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক মধুর রাখার পরামর্শ দেন তিনি। রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের ভাটা নিয়ে এদিন তিনি উষ্মা প্রকাশ করেন। বলেন, ‘রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের অভাব দেখা দিচ্ছে। অভিভাবকরা সরকারি স্কুলের বদলে বাচ্চাদের এখন বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন।’

সাংসদের কথায়, সরকারি স্কুলে ছাত্রদের জোয়ার টানতে অভিভাবকদের বোঝানো দরকার। তাছাড়া সরকারি স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়াতে সকলেই উদ্যোগী হতে হবে। সাংসদ ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান উত্তম দাস, গারুলিয়া ও উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার কাউন্সিলর যথাক্রমে গৌতম বসু ও অভিজিৎ মজুমদার, দমদম-ব্যারাকপুর জেলার তৃণমূল যুব সভাপতি দেবরাজ চক্রবর্তী, রক্তদান আন্দোলনের সৈনিক প্রদীপ পাত্র, বিশিষ্ট সমাজসেবিকা জুহি দে চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্ট জনেরা। এদিন গারুলিয়ার তৃণমূল কাউন্সিলর পঙ্কজ দাসের উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষক দিবস উদযাপনের দিন গারুলিয়াবাসীর জন্য অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবারও উদ্বোধন করেন সাংসদ অর্জুন সিং।

বৃষ্টিতে জলমগ্ন পাতিপুকুর আন্ডারপাস, ডুবল গাড়িও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার রাত থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। এরপর সোমবার গভীর রাতে ভারী বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন অংশ জমেছে জল। আর এই ভারী বর্ষণের জেরেই জলমগ্ন পাতিপুকুর আন্ডারপাস। স্থানীয় সূত্রে খবর, কেমডিএ-র অধীন এই আন্ডারপাসে একমানুষ সমান জল জমে ছিল। সেই কারণে যশোর রোড ধরে লেকটাউন থেকে বেলগাছিয়া যাওয়ার রাস্তা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। যান চলাচলে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়। পাতিপুকুরে রেলব্রিজের নীচ সংলগ্ন অন্য রাস্তা দিয়ে উভয় দিকে যানবাহন চলাচল শুরুর বন্দোবস্ত করে পুলিশ। জমা জলের কারণে পাতিপুকুর এলাকায় তৈরি হয় ব্যাপক যানজট। পাতিপুকুর আন্ডারপাসের ওই অংশে জমা জলের পরিমাণ এতটাই ছিল, যে সেখানে একটি সেডান গাড়ি ডুবে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, ভোরবেলা আন্ডারপাসের ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময়ই গাড়িটি ডুবে যায়। পরবর্তী সময়ে ক্রেন এনে গাড়িটিকে সেখান থেকে বের করার বন্দোবস্ত করে পুলিশ। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য সেখানে অতিরিক্ত ট্রাফিক

ফাইল চিত্র

পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

অতীতেও পাতিপুকুর আন্ডারপাসে জল জমে থাকার এই ভয়াবহ ছবি দেখা গিয়েছিল। পাতিপুকুর আন্ডারপাসের নীচে জমা জলে ডুবে যায় আস্ত একটি বাসও। আন্ডারপাসের নীচে গাড়ি ডুবে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ‘লেকটাউনের দিক থেকে গাড়িটি আসছিল। গাড়িচালক বুঝে উঠতে পারেননি যে এখানে এতটা জল জমে রয়েছে। আন্ডারপাসের নীচে আসতেই গাড়িটি ডুবে যায়। চালক কোনও ক্রমে ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। পরে ক্রেন এনে গাড়িটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়। এদিকে বৃষ্টি হলেই পাতিপুকুর আন্ডারপাসে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়া নতুন কিছু নয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ সহ প্রশাসন গোটা ঘটনার কথা জানলেও এতদিন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

জন্মাষ্টমীর আগে সাজগুজ। শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় সেজে উঠছে গোপাল। ছবি: অদিতি সাহা

অপছন্দের উপাচার্যদের ‘শায়েস্তা’ করতে রেজিস্ট্রারদের বিশেষ বৈঠক

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা: আগামী শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের এক বিশেষ বৈঠকে ডাকল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে মঙ্গলবার এই মর্মে বিকাশ ভবন থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, বৈঠকে তাঁদের নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ দেবেন খোদ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বেলা দুটো থেকে শুরু হবে এই বৈঠক। প্রতিটি পর্যায় হবে ১৫ মিনিটের। প্রথম পর্যায়ে থাকবেন কলকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্র ভারতী ও সংস্কৃত কলেজিয়েটের রেজিস্ট্রাররা। ১৫ মিনিটের দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠকে থাকবেন শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি, নেতাজী সুভাষ মুক্ত মহাবিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার।

এর পর ১৫ মিনিটের জন্য

ফাইল চিত্র

আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কন্যাশ্রী, হিন্দি, ম্যাকাউট ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে। এর পর একনাগাড়ে ১৫ মিনিট করে পাঁচ পর্যায়ের বৈঠক হবে। প্রতিটি পর্যায়ে থাকার কথা অন্তত ৪ জন রেজিস্ট্রারের। বৈঠক চলার কথা বেলা চারটে পর্যন্ত।

শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, ‘সংবিধান না মেনে ইচ্ছেমতো রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বসু উপাচার্য নিয়োগের মাধ্যমে একদিকে রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। অন্য দিকে, রাজ্যের শিক্ষার কাঠামোটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে মঞ্চ থেকেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। রাজ্যপালের কথা শুনে এবং রাজ্য সরকারের নিষেধ উপেক্ষা করে যাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁদের শেষবারের মতো সতর্ক করে দেওয়া হবে।’

এর আগে দু’দফায় এ ভাবে ১৪ জন অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ১২ জুন রাজ্য ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের নির্দেশ দেন ‘অবৈধভাবে নিযুক্ত’ উপাচার্যদের বেতন বন্ধ করে দেওয়ার। রাজ্যপালের অনুগামী উপাচার্যরা আদালতের শরণাপন্ন হন। ২৮ জুন রাজ্যপালের নিযুক্তদের বেতন কাটা যাবে না বলে রায় দেয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ।

সূত্রের খবর, এবার রাজ্যের ‘অপছন্দের’ উপাচার্যদের ‘কোনঠাসা’ করতে রেজিস্ট্রারদের পূর্ণ সহযোগিতা পেতে উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য।

বিদেশ যাত্রায় ছাড় হাইকোর্টের, স্পেনে যেতে পারবেন কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদেশ যাত্রা মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। এমনটাই জানিয়ে কুণাল ঘোষের স্পেন যাত্রায় অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর স্পেনে যাওয়ার ছাড়পত্র পেলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পেন সফরে রাজ্যের প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে বাণিজ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার কথা কুণাল ঘোষের। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে সারদা চিটফান্ড সংক্রান্ত মামলা রয়েছে। যে কারণে তাঁর বিদেশ যাত্রা নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে একাধিকবার আপত্তি তোলা হয়েছে। এই সংক্রান্ত মামলায় সোমবার হাই কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, বিদেশ যাত্রা করতে পারবেন কুণাল ঘোষ। বিদেশ যাত্রার অধিকার মৌলিক। কুণাল ঘোষ একজন অভিযুক্ত, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি। তাই তাঁর বিদেশ যাত্রা আটকানো যায় না। কুণাল ঘোষ বিদেশে গেলে তদন্ত কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার সপক্ষে সিবিআই কোনও তথ্য পেশ করতে পারেনি বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতির।

এ প্রসঙ্গেও তাঁর মন্তব্য, এর আগেও কুণাল ঘোষ সিঙ্গাপুরে গিয়েছেন। আইন মোতাবেক ফেরত এসেছেন। আইনভঙ্গের কোনও অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠেনি। তবে পাঁচ লক্ষ টাকার বন্ডে বিদেশ যাত্রার অনুমতি পেয়েছেন। স্পেন থেকে ফিরে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফের আদালতে তাঁকে জমা দিতে হবে পাসপোর্ট ।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে বাণিজ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণের কথা থাকলেও, কুণাল অভিযুক্ত বলে তাঁর বিদেশ যাওয়ায় আপত্তি জানায় সিবিআই। কুণালের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, দেশের বাইরে গেলে সমস্যা হতে পারে বলে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারীদের তরফে। কিন্তু হাই কোর্ট সেই যুক্তি খারিজ করে অতীতে কুণাল ঘোষের বিদেশযাত্রার রেকর্ড দেখান বিচারপতি। ফের যাওয়ার অনুমতি দেন।

সম্পাদকীয়

মননের গভীরে আমরা পরাধীনতায় সম্পৃক্ত আজও

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় কেটে গিয়েছে। বলুন তো, দেশের মধ্যে বাস করে স্বাধীনতার কোন স্বাদ পেয়েছেন কোটি কোটি দেশবাসী? নাগরিকত্ব কি শুধু একটা 'আধার' নম্বর? দারিদ্র ঘুচল না। সবার হাতে কাজ নেই। স্বাস্থ্য পরিষেবা অপ্রতুল। খাদ্যের নিরাপত্তা নেই, শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত। কোটি কোটি ভবিষ্যৎ নাগরিকের জীবন অনিশ্চিত। যুবসমাজ পথভ্রষ্ট। মানুষের সামাজিক সুরক্ষা লুণ্ঠিত। সামান্য ব্যক্তিপরিসরটুকুও দখল হয়ে গিয়েছে। তাঁদের বেদনার ভাগ আজ কে নেবে? লাউডস্পিকারের চিৎকারে বিনিদ্র রজনী, স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের নামে 'তাণ্ডব'। নেতা-নেত্রীর ভাষণ, পথে স্তূপীকৃত জঞ্জাল। প্লাস্টিকের প্যাকেট ধরে কুকুরের টানাটানি। ভাঙাচোরা পথঘাট। মানুষ কোথায় যাবেন? কে দেবে তাঁদের অন্যায় প্রতিবিধানের আশ্বাস? কে দেবে নিরাপত্তা? কে নিশ্চিত করবে পরিচ্ছন্নতা?

প্রশাসক নির্বিকার। পুলিশও তা-ই। আইনের শাসনের দাবি উঠবে না কেন? সেই দাবি তোলার কাজ কি স্বাধীন নাগরিকের নয়? দলীয় রাজনীতির সীমার বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা কবে অর্জিত হবে আমাদের? জড়তা না কাটলে স্বাধীনতার মানে অধরাই থেকে যাবে। এই সব কিছুই চুপ করে বসে দেখা ছাড়া কী বা করতে পারছেন আজ সাধারণ মানুষ? মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়ার নামই তো পরাধীনতা, স্বাধীনতা কোথায়? আমরা যে কিছুই করছি না, সেটা স্বীকার করতেও পারছি না। হায় হায় করছি। কী ছিল এক দিন, এই ভাবনায় অলস দুপুর কাটছে। 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ, যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা; যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই-প্রীতি নেই-করুণার আলোড়ন নেই/ পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া'।

জন্মদিন

আজকের দিন

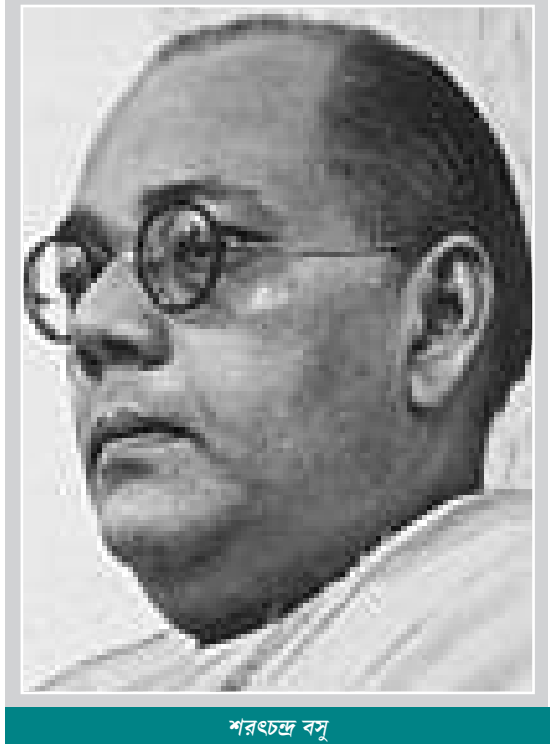

শরৎচন্দ্র বসু

১৮৮৯ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শরৎচন্দ্র বসুর জন্মদিন।*
১৯৪৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রপরিচালক রাকেশ রোশনের জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দেবাং গান্ধির জন্মদিন।*

খনন কবলিত অঞ্চলের পুনর্গঠন- একটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও ভারতের জি২০ অগ্রাধিকার

শ্রী সি পি গোয়েল
মহানির্দেশক অরণ্য এবং বিশেষ সচিব,
পরিবেশ, অরণ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক

খনিজ সম্পদ ক্ষেত্র বিশ্ব অর্থনীতি এবং মানব উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্যারিস চুক্তি এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের মোট ১৭টি লক্ষ্যে এটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। যখন তাদের সাফল্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তখন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মনে করা হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা ৭.৮ বিলিয়ন থেকে বেড়ে ৯.৬ বিলিয়নের পৌঁছবে। তাই এই ক্ষেত্র মাথা পিছু খরচ বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। গবেষণায় বলা হয়েছে ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে সংরক্ষিত এলাকায় খনন কাজ ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে শক্তি স্থানান্তরে এবং ভূগর্ভস্থ বিরল ধাতু খননে ক্ষতি এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুস্থায়ী খনন কাজ এবং খনি বন্ধের বিশ্বব্যাপী প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শক্তির চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে প্রাকৃতিক সম্পদ নিষ্কাষণে খনন কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও গাছ কেটে ফেলা, আবর্জনা স্তূপ করে রাখা এবং উপরিভাগের মৃত্তিকা ক্ষয় পরিবেশ ব্যবস্থানায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। খনি ক্ষতিগ্রস্ত জমি পুনরুদ্ধারে সাম্প্রতিক অগ্রগতি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সুনির্দিষ্টভাবে গাছ লাগানো এবং ভূমিক্ষয় রোধ পরিস্থিতির উন্নতিসাধন করতে পারে। খনি ব্যবসায় এবং স্থানীয় সম্প্রদায় আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগতভাবেও লাভবান হতে পারে। মানসিক চাপ সহনশীলতা, জলবায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং স্থানীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় সহজাতভাবের মতো বৃক্ষরোপণের বৈশিষ্টগুলির গুরুত্ব গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নীতির উদ্দেশ্য এবং রাষ্ট্রসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার পুনরুদ্ধার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খনির প্রভাব এবং অপরিকল্পিত খনি বন্ধ

পরিবেশগত এবং সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে খনি। এর মধ্যে রয়েছে গাছ কাটা, জীবজন্তুর বাসস্থান হারিয়ে যাওয়া এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক দূষণ। এতে সামাজিক চ্যুতি-বিচ্যুতি, আর্থিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে এবং গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটতে পারে। জল দূষণ এবং অর্থনৈতিক মন্দার মতো পরিবেশগত ক্ষতি ও সামাজিক ঐক্য নাশের কারণে অপরিকল্পিত খনি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্যার মোকাবিলায় প্রয়োজন দায়িত্বপূর্ণ অভ্যাস যা সুস্থায়ী ও সম্প্রদায়ের কল্যাণে গুরুত্ব দেয়। যদিও আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন এবং আইন চালু করা হয়েছে, তার রূপায়ণে অনেক পার্থক্য আছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে। তাই দৃঢ়স্থায়ী অভ্যাস তৈরির জন্য এই প্রভাবগুলি বোঝা খুব জরুরি।

সুস্থায়ী খনি পুনরুদ্ধার

পরিবেশ এবং সম্প্রদায়ের ওপর খনি এবং খনি বন্ধের প্রভাব সীমিত করতে দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদে খনি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা জরুরি। এই ধরনের পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট খনি অঞ্চলে কার্যকরী পুনর্বাসন সুনিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খনিজ পদার্থ উত্তোলনে খননপূর্ব পরিবেশের মৌলিক সমীক্ষা জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। পরিবেশগত ও সামাজিক লক্ষ্যের সঙ্গে স্থানীয় প্রয়োজন এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রাখা উচিত। স্থানীয় গাছপালার পুনঃরোপণ, বাসস্থানের পুনঃনির্মাণ এবং মাটির ক্ষয় রোধে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। তদারকি এবং প্রয়োজন মাফিক ব্যবস্থাপনা থাকলে অগ্রগতি এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নিশ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই পরিকল্পনাগুলি পরিবেশগত স্বাস্থ্য, সম্প্রদায়ের কল্যাণ, বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্পৃক্ততার মধ্যে পারস্পরিক কার্যকলাপে স্বীকৃতি দেয় এবং পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে ও সুস্থায়িত্বকে সুদৃঢ় করে।

ভারতের প্রেক্ষাপট

খনি মন্ত্রক কয়লা ক্ষেত্রে সুস্থায়ী খননকার্যের প্রসারে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরিবেশের ওপর প্রভাব ও কার্বন নির্গমণ কমানো সহ উপরিভাগের মাটি ক্ষয় রোধ ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলা, ভূগর্ভস্থ কম্পন প্রতিরোধ, বায়ু দূষণ, ক্ষতিকারক তরল নির্গমন, শব্দ এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণে দ্য মিনারেল কনজারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রুলস (এমসিডিআর) ২০১৭ আইন নিয়ে আসা হয়েছে। দ্য ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইনস খননকার্য চালানোর সময় দীর্ঘস্থায়ী পদচিহ্নের মূল্যায়ণের জন্য তারকা চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করেছে। এমসিডিআর ২০১৭-র ৩৫-এর আইনের আওতায় খননকার্য শুরু হওয়ার পর প্রত্যেক ইজারাদারের জন্য তিন তারকা রেটিং নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব শক্তি ব্যবহার এবং উৎপাদনে মন্ত্রক খনি ইজারাদারদের উৎসাহ দিয়ে থাকে। ২৯৩টি খনির সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে বায়ু এবং সৌরশক্তি সহ মোট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৫৮৩ মেগাওয়াট।

ভারত সরকার এবং রাজ্য প্রশাসন সুস্থায়ী খননকাজে উৎসাহদানে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২০ সালে পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক খনি অঞ্চলে পুনরায় ঘাস বোনার নির্দেশ দেয় যাতে উদ্ভিদ এবং প্রাণীকূলের বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। খনি আছে এমন জেলাগুলির প্রভাবিত অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনার (সিইপিএমআইজেড) বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য ২০১৪ সালে কর্ণাটক সরকার কর্ণাটক মাইনিং এনভায়রনমেন্ট রেস্টোরেশন কর্পোরেশন (এএমইআরসি) প্রতিষ্ঠা করে। চারটি জেলায় ৪৬৬টি গ্রামকে খনি প্রভাবিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট এগুলির উন্নয়নের জন্য ২৪,৯৯৬.৭১ কোটি টাকা মূল্যের পরিকল্পনা গ্রহণে অনুমোদন দিয়েছে। এনএলসি ইন্ডিয়া তামিলনাড়ুর নিয়াভেলি-তে খনি পুনরুদ্ধার জমিতে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরশক্তি প্রকল্প স্থাপনও করছে।

জি২০-র গুরুত্ব

ভারতের জি২০ সম্মেলন গান্ধীনগর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (জিআইআর) এবং গান্ধীনগর ইনফরমেশন প্ল্যাটফর্ম (জিআইপি)-র সূচনা করেছে জি২০ গ্লোবাল ল্যান্ড ইনিশিয়েটিভকে শক্তিশালী করার জন্য। এর লক্ষ্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা যাতে খনি প্রভাবিত এলাকায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পুনরুদ্ধারের কাজ গতি পায়। জিআইআর-জিআইপি আন্তর্জাতিক অংশীদার এবং দেশগুলির মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করবে এবং জ্ঞান বন্টন, অর্থ সরবরাহ ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সম্মিলিত কৌশল যোগাতে সাহায্য করবে। খনি নির্ভর জমি পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে কীভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যকর হবে তার মান তৈরি করবে এটি। এই উদ্যোগের লক্ষ্য খনি শিল্পের সঙ্গে সামাজিক, পরিবেশগত ও আর্থিক সুস্থায়ী নির্দেশিকার সামঞ্জস্য বজায় রাখা।

দেদীপ্যমান সূর্যের আলোকবর্তিকা

সুপ্রিয় দেবরায়

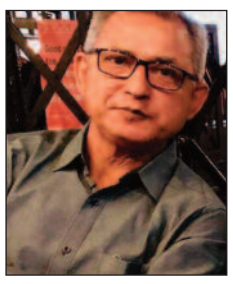

দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে চতুর্থ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ। বাড়িতে খুশির জোয়ার। হঠাৎ মায়ের প্রশ্ন, 'তোর প্রিয় দিদিমণির নাম কী রে?' অবাক হয়ে যাই মায়ের প্রশ্নে। কেন, সব দিদিমণি'ই তো বেশ ভাল। সবাই খুব ভালবাসেন, স্নেহ করেন। তাও মায়ের জিজ্ঞাসা, 'কেউ তো একজন সবথেকে ভাল, সবথেকে প্রিয়।' মায়ের জোরাজুরিতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'উমা দিদিমণি। অবশ্য মালা দিদিমণি, শ্রেয়া দিদিমণি'রাও বেশ ভাল।' মায়ের পরের প্রশ্নে আরও ঘাবড়ে যাই, 'কেন? উমা দিদিমণি কেন?' চিন্তায় পড়ে যাই। প্রিয় তো প্রিয়ই, এতে আবার 'কেন' থাকবে কেন? সেই বিব্রতকর অবস্থাতেই কিন্তু খুশিতে উদ্ভাসিত মুখ নিয়ে বলি, 'জানো মা, মার্কশীট দেওয়ার সময় পাপিয়ার সাথে আমার গালদুটোও উমা দিদিমণি দু'হাতে টিপে দিলেন। একদম তোমার মতো করে।' মনে আছে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াকালীন শুধু উমা দিদিমণি নয়, অনেক দিদিমণিরই স্নেহভরা হাত পিঠে রাখার ভাল লাগার অনুভূতি। সেই সময় একটা স্নেহভরা স্পর্শ, একটা ভালবাসার কিংবা আন্তরিকতার ডাক পেতে মনটা আকুলিবিকুলি করত, ব্যাকুল হয়ে থাকত। যখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠে অন্য স্কুলে ভর্তি হলাম, ক্লাস নিতে শুরু করলেন শিক্ষিকাদের সাথে শিক্ষকরাও। এমন একটাও ঘটনার কথা আজ মনে আসে না, যার জন্য কোনও দিন সুপর্ণা, মীনাক্ষী, কবিতা, আশা'রা বিব্রত বোধ করেছিল শিক্ষকদের সম্মুখে। টিফিনের সময় স্কুলের মাঠে গাছতলায় বসে আমরা সব ছাত্রছাত্রীরা যখন টিফিন ভাগাভাগি কাড়াকাড়ি করে হুল্লোড়ে মত্ত, প্রায়ই সুবিমল কিংবা তপন স্যার তাঁদের টিফিনবাক্স নিয়ে আমাদের সাথে এসে বসতেন। দশম শ্রেণিতে ক্লাসে একবার গণ্ডগোল করে পড়ানোর ব্যাঘাত সৃষ্টি করাতে নলিনী মাষ্টারমশাই আমাকে ক্লাসের বাইরে নীল ডাউন করিয়ে দেন। ক্লাস শেষে স্টাফরুমে যাওয়ার সময় বলেন, স্কুল শেষে যেন তাঁর সাথে দেখা করি। জানতে চাইলেন, হাঁটুতে ব্যাথা কতটা? নিজের সাইকেলের পিছনে বসিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। সেই সময় মাষ্টারমশাই, দিদিমণিরা এরকমই ছিলেন। বলতেন, শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়; আমরা যেন তোদের নাম গর্ব করে সবাইকে বলতে পারি। এখন বুঝতে পারি, একটা কম দামি সাইকেলে কিংবা হেঁটে সাধারণ বেশভূষায় সেইসব মাষ্টারমশাই, দিদিমণিরা শিক্ষকতাকে চাকরি বলে মনে করতেন না। শিক্ষকতাকে তাঁরা সেবা বলে মনে করতেন।

কিন্তু এখন শুনছি শিক্ষক / শিক্ষিকাদের জন্য তৈরি হচ্ছে আদর্শ আচরণবিধি। এই আচরণবিধি তৈরি করার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে, স্কুলের শিক্ষকের হাতে শিশুর যৌন নিগ্রহ। নাহলে অভিভাবকরা স্কুলে তাঁদের বাচ্চাদের পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন কী করে? এইতো মাস দেড়েক পূর্বে একটি সংবাদপত্রে পড়লাম, কাকদ্বীপের এক স্কুলে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শৌচালয়ে বন্ধ করে এক শিক্ষক (?) তাকে ধর্ষণ করে। কিন্তু প্রশ্ন, এই আচরণবিধির মাধ্যমে এই নোংরা মানুষগুলোর ঘৃণ্য অভিপ্রায় কি আটকানো যাবে? একটি শিশু তার শিক্ষক / শিক্ষিকার থেকে যদি একটু স্নেহের স্পর্শ কিংবা ভালবাসার আশ্রয় না পায়, তাহলে এই যান্ত্রিক জীবনে তাদের জীবনটা আরও কি কঠিন হয়ে যাবে না? শিক্ষক / শিক্ষিকা এবং বিদ্যার্থীদের মধ্যে মানবিক অনুভূতিগুলি কি হারিয়ে যাবে না? শিক্ষক / শিক্ষিকা এবং বিদ্যার্থীদের মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিকতাকে বজায় রাখতে, হয়তো স্কুল কর্তৃপক্ষকে আরও সচেতন হতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতার বোধ আরও বাড়াতে হবে, তাদের মানসিক বিকাশের দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং সর্বোপরি আদর্শ শিক্ষককে চিনতে হবে। একজন আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু ক্লাস নেওয়া, পড়ানো, পরীক্ষা নেওয়াতে সীমাবদ্ধ থাকে না। ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বাস অর্জন করা, তাদের সঙ্গে সুস্বাস্থ্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলা, তাদের ভালবাসা পাওয়া শিক্ষকতার একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শিক্ষকতার পেশা অন্যান্য পেশার থেকে ব্যতিক্রম। শিক্ষকতা আর পাঁচটা বাঁধাধরা চাকরির মতো নয়। আলাদা মানসিকতা না থাকলে শিক্ষকতা পেশায় যাওয়াই উচিত নয়। শিক্ষক / শিক্ষিকাকে কাজ করতে হয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। যেখানে প্রতিবছরই একটি নতুন অংশ জুড়ে যায় এবং একটি অংশ বিদায় নেয়। তাঁদেরকে প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হতে হয় কোমল মননের শিশু এবং তরুণ-তরুণীদের; যাদের কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, জীবনতৃষ্ণা প্রবল এবং অফুরান। এরা খুবই স্পর্শকাতর, আবেগপ্রবণ, সহজ-সরল এবং মনোদৈহিক দিক থেকে বেশ চঞ্চল। যেসব শিক্ষক / শিক্ষিকারা এদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম এবং যথার্থ সম্মান, মর্যাদা, স্নেহ, ভালবাসার সহিত শিক্ষাদানে অসমর্থ, তাঁরা কিছুতেই এদের জন্য প্রকৃত শিক্ষক হয়ে উঠতে পারেন না। শুধু বিষয়জ্ঞান নয়, একজন সফল শিক্ষককে তরুণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হয়। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন ক্লাসরুমের ভেতরে, তেমনি ক্লাসের বাইরেও। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে পড়া সাম্প্রতিক দু'টি ঘটনার কথা মনে পড়ে। গত এপ্রিলের শেষভাগে জলপাইগুড়ির অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মিলনি অনুষ্ঠান। উদ্দেশ্য, শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সেতুবন্ধন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্য স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটে এবং পারস্পরিক সম্মান ও স্নেহের সম্পর্ক সহজেই গড়ে ওঠে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘি শ্রীফলতলা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মিলিত হয়েছিলেন দু'দিনের আবাসিক কর্মশালায় এবং সেটা গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যেই। এই কর্মশালায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই অকপট আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে একে অপরকে বোঝা, আরও ভালভাবে চেনার সাথে সাথে শেখার কাজটাও করেন। কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কিছু উৎসাহী শিক্ষক বন্ধুরা। দু'দিন জুড়ে শেখা আর বোঝার নানান খেলার মাধ্যমে শিশুরা বুঝিয়ে দিতে পেরেছিল, কী বিরাট একটা পৃথিবী তাদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে আছে। দেখা গেল নানান তথ্য এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো চাপা পড়ে আছে তাদের মননে। অনেকেরই অভিযোগ বড়রা তাদের কথা শোনে না, বাবা-মায়ের কলহ তাদের ভাল লাগে না। আবার কিছু এই শিশু মেয়েদের 'খারাপ অর্থাৎ অবাঞ্ছিত স্পর্শের' অভিজ্ঞতাও সম্মুখে আসলো। শিশুরা ৮ / ১০ বছর বয়সেও বুঝতে পারে, কোন স্পর্শটি স্নেহের আর কোনটি নোংরা অভিপ্রায় যুক্ত। এইরকম কর্মশালাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, শিক্ষার যেটা মূল উদ্দেশ্য; সেই শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা, তাদের মনের সুস্থ বিকাশ ঘটা, তার খবর ক'জন শিক্ষক / শিক্ষিকা রাখেন? প্রদীপের তলায় অন্ধকারটি যে থেকেই যাচ্ছে।

যেখানে দুর্নীতির জালে জড়িয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ প্রক্রিয়া বিগত কয়েক বছর ধরেই আটকে, যেখানে পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা থেকে বর্বিতা সরকারের কাহিনি সংবাদপত্রের খবরে চোখ পড়ে; ঠিক সেখানেই আবার দমদম প্ল্যাটফর্মে থাকা মেয়েগুলিকে যেভাবে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করালেন একক কৃতিত্বে কান্তা দিদিমণি, যেন বাতিঘরের একক আলোর দিশা। জন্মদাত্রী মা না হয়েও ওদের অতীত স্মৃতি ভুলিয়ে 'দিদিমণির ক্লাস' শুরু করলেন সেই ২০০৭ সালে, দমদমের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের একটি ঘরে। মেয়েগুলো ভিক্ষা করতো স্টেশনে। হয়তো এতদিনে পাওয়া যেত কোনও পতিতালয়ে কিংবা জেলে। দুই থেকে কুড়িজন হয়েছিল। কান্তাদেবীকে অবশ্য সাহায্য করেছেন অল্প আয় করা হকার বন্ধুরা এবং রেলকর্তারা। ইউনিয়নের রুমটি দিয়েছিলেন এই হকার বন্ধুরা এই মেয়েগুলির থাকার জন্য। সন্তানহীনা স্কুল দিদিমণি কান্তা দেবীর দিন শুরু হয় ভোর চারটেতে। সাধারণ সুতির শাড়ি, শাঁখা-সিঁদুরের কান্তা চক্রবর্তী আসল কাজটা করলেন। পার্শ্ববর্তী কয়েকটি সরকারি স্কুলে এই মেয়েগুলিকে ভর্তির ব্যবস্থা করলেন। ওনার এই মহৎ প্রচেষ্টা দেখে, বেশ কিছু মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। কাজের প্রতি নিষ্ঠা, দরদ, সেবা মনোবৃত্তি, মেয়েদেরকে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে জননী কান্তা ক্লান্ত হননি। জননী কান্তা যেন দেবী। সত্যিই জননী এবং তাঁর ভালবাসার ভূমি স্বর্গের চেয়েও সুন্দর। স্নেহ, প্রেম, পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতির বন্ধনে কান্তাদেবী এ সমাজকে স্বর্গে পরিণত করেছেন। ঠিক সেরকমই ভাবে সুরাটের কান্তাগ্রাম অঞ্চলের একজন হেডমাস্টার নরেশ মেহতা যখন দেখলেন সপ্তম / অষ্টম শ্রেণি থেকেই ছাত্রীদের একটি বিরাট অংশ আর স্কুলে আসে না, বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন; দারিদ্রতা তাদের বাধ্য করেছে বাবা-মায়ের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য। কারুর আবার অল্পবয়সেই বিবাহ। ২০০৫ সালে পাঁচজন ছাত্রীকে নিয়ে শুরু করলেন সন্ধেতে পড়ানো এবং বহিরাগত প্রার্থী হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসানো। এই পর্যন্ত প্রায় ৫৫০ অধিক ছাত্রীরা বহিরাগত প্রার্থী হিসেবে শুধু কৃতকার্যই হয়নি, অনেকেই আজ উচ্চশিক্ষা অথবা কর্মে নিযুক্ত। নরেশ মেহতাকে স্থানীয় মানুষেরা 'আজকের বিদ্যাসাগর' বলে সম্বোধন করে সম্মান দেন। তাই হয়তো শিক্ষাব্যবস্থায় এতো দুর্নীতির মধ্যেও এই সমাজটা এখনও টিকে আছে। কবিগুরুর ভাষায় তাই বলতে হয়, 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর / মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর।' এই সমাজের প্রয়োজন নেই অঙ্কিতা কিংবা বর্বিতার ন্যায় তঞ্চকতায় ভরা শিক্ষক / শিক্ষিকার। যে মানুষটি নিজে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, শিক্ষক হিসেবে তিনি আর কী শেখাবেন? শিক্ষকদের তিলতিল করে অর্জিত সম্মান ও মর্যাদা যে আজ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর দরিদ্র শিশুর পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে সম্ভবত নিয়োগ দুর্নীতির চাইতেও ক্ষতিকর বর্তমান রাজ্য সরকারের শিক্ষাব্যবস্থার দিশাহীনতা। পূর্ববর্তী রাজ্য সরকার চেয়েছিল পঞ্চায়েত স্কুলগুলির জন্য পৃথক বোর্ড। সেই আইন পাশ করার উদ্যোগে বাঁধা দিয়েছিল বর্তমান সরকার। এক দশকের বেশি অতিক্রান্ত, ফাইল শুধু ঘোরাঘুরিই করছে পঞ্চায়েত আর শিক্ষা দফতরের মধ্যে। ২০১৩ সালে বর্তমান রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেক গড়িমসি করে ২০২০ সালে শিক্ষা দফতর হাতে নিল পঞ্চায়েত স্কুলের ফাইল, কিন্তু ফিরিয়ে দিল ২০২২ সালের শেষ দিকে। পঞ্চায়েত স্কুলগুলিতে বই-ব্যাগ বিলি হচ্ছে, মিড-ডে মিল আছে, কিন্তু দশ-বারো বছরে এক জনও শিক্ষকের নিয়োগ হয়নি। কিছু কিছু স্কুলে হয়তো একজন শিক্ষক কিংবা কয়েকজন সহায়িকা। ছাত্রছাত্রীরা আসছে মিড-ডে মিল খেতে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে ব্যাগ ভর্তি করে বঞ্চনা আর না-শিক্ষার ধুলোবালি।

কিন্তু তাও আমাদের মননে আশা জাগিয়ে রাখেন কান্তাদেবী, নরেশ মেহতার মতো কতিপয় জননী এবং বিদ্যাসাগর। তাঁরাই এই দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের আলোকবর্তিকা। দেদীপ্যমান সূর্যের মতো আলোকবর্তিকা হয়ে চারিদিক আলোকিত করে রাখেন। 'শিক্ষক দিবস'টা তাঁদের মতন অসংখ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্মান জানানোর জন্যই। 'অখণ্ড মণ্ডলা কারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম। তদপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর। গুরু রেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দিনেদুপুরে শুট আউটের ঘটনা বাঁকুড়ায়, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দিনেদুপুরে শুট আউটের ঘটনা ঘটল বাঁকুড়ায়। মঙ্গলবার দুপুরে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন কেশিয়াকোল এলাকার এই ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। আহতদের পুলিশের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, এদিন বাঁকুড়া জেলা আদালতে জামিন পেয়ে একটি ছোট গাড়িতে চেপে চার জন বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিলেন। কেশিয়াকোল হনুমান মন্দিরের কাছে তাঁরা পৌঁছতেই বাইকে চেপে আসা দুই বন্দুকবাজ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত হন ওই গাড়িতে থাকা তিন জন। ঘটনার পর মুহূর্তের মধ্যে এলাকা ছাড়ে দুষ্কৃতীরা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বাঁকুড়া জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের খোঁজে জেলা শহরের সর্বত্র তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, পুলিশ সূত্রে খবর, দুষ্কৃতীরা বাঁকুড়া শহরের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে, তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে কাউকেই আটক করতে পারেনি পুলিশ। ওই গাড়িতে থাকা বর্ধমান জেলা আইএনটিটিইউসির সম্পাদক নুর মহম্মদ শাহর দাবি, মোটর বাইকে দু'জন তাঁদের গাড়িকে ধাওয়া করে গুলি চালিয়েছে। প্রায় ছ'রাউন্ড গুলি চলেছে বলেও তিনি দাবি করেন।

পণের দাবিতে শ্বশুরবাড়ি এসে হুজ্জুতি, নতুন জামাইকে শিকলে বাঁধল পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দাবিমতো পণ না পেয়ে নতুন বউয়ের ওপর অত্যাচার শুরু করেছিল শ্বশুরবাড়ির লোক, অভিযোগ এমনটাই। পণের বাকি টাকা চাইতে এসে এবার নিজেই শ্বশুরবাড়ির লোকেদের হাতে জব্দ হল জামাই। পণের দাবিতে হুজ্জুতি করতে দেখে একসময় তাকে শিকল বাঁধেন মেয়ের পরিবারের লোকেরা। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে আটক করে। ঘটনাটি ইংরেজবাজার থানার নরহাট্টা

গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধিয়া বিশ্বাসপাড়া এলাকার। এই ঘটনায় গ্রামবাসীরা নির্যাতিতা গৃহবধূর পরিবারের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। বধূর পরিবার পুলিশেরও দ্বারস্থ হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধিয়া বিশ্বাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা জুবাইদা বিবির সঙ্গে ২৫ দিন আগে বিয়ে হয় রতুয়া থানার সুলতানগঞ্জের বাসিন্দা আক্রম আলির। বিয়ের সময় আক্রমের পরিবারের দাবি মতো ৯০ হাজার টাকা দিতে পারেনি জুবাইদার পরিবার। ৫০ হাজার টাকা দিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় বাক বিতণ্ডা মিটিয়ে বিয়ে হলেও, অভিযোগ নতুন বউয়ের ওপর শুরু হয়ে যায় অত্যাচার চালাতে থাকে আক্রম ও তার পরিবার। সোমবার রাতে নতুন জামাই শ্বশুরবাড়িতে পণের ৪০ হাজার টাকা নেওয়ার জন্য। একে মেয়ের ওপর অত্যাচার ও তার ওপর পণের দাবিতে হুজ্জুতি করতে দেখে জুবাইদা বিবির পরিবারের লোকেরা জামাইকে শিকলবন্দি করে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখেন।

জুবাইদা বিবির বাবা পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, কোনওরকমে ভ্যান চালিয়ে সংসার চালান। ২৫ দিন আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের সময় ওরা ৯০ হাজার টাকা দাবি করেছিল। ৫০ হাজার টাকা দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু বিয়ের এক সপ্তাহ পর থেকে ওরা মেয়ের ওপর নির্যাতন শুরু করে। কিছুদিন আগে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাড়িতে চলে আসে। তারপরও জামাই বাকি ৪০ হাজার টাকার জন্য আমাদের ফোন করে হুমকি দিচ্ছিল। এরপর সোমবার রাতে জামাই বাড়িতে এসে অত্যাচার শুরু করে ৪০ হাজার টাকার জন্য। তখন বাধ্য হয়ে জামাইকে ঘরে শিকলে বেঁধে রাখেন।

জুবাইদা বিবি জানিয়েছেন, বধূ নির্যাতন এবং পণের দাবিতে তাঁর ওপর যে অত্যাচার চলছে, তা নিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তাঁর স্বামীকে আটক করেছে।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আপাতত যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের মূর্তির উন্মোচন করলেন পুরচেয়ারম্যান

পুরসভার পক্ষ থেকে এক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্মান

বনস্পতি দে ● উত্তরপাড়া

মঙ্গলবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন উপলক্ষে উত্তরপাড়া ২৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় ও এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্ণব রায়ের উদ্যোগে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের মূর্তির উন্মোচন করলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব। এই উপলক্ষে এদিন ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিলপুকুর পাড়ে তৃণমূল কার্যালয়ের পাশে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মর্মর মূর্তি বসানো হয়। সেটারই উন্মোচন করলেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। শিক্ষক দিবসে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কী অবদান ছিল, সেসব নিয়ে আলোচনা করলেন পুরচেয়ারম্যান, সমাজসেবী ও কাউন্সিলরা এবং উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁরাও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে বক্তব্য রাখলেন।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব, প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, স্থানীয় কাউন্সিলর অর্ণব রায়, কাউন্সিলর সন্দীপ দাস, অজয় সিং, মানসী সিংহ, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। এদিকে পুরসভার উদ্যোগে সব ওয়ার্ডে পুরসভার পক্ষ থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা বার্তা ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'এই দিনটি শিক্ষক দিবস, বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মান জানানোর দিন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনকে আমরা সম্মান জানাই ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এদিন এক হাজার

শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে আমরা সম্মান জানাই ও শুভেচ্ছাপত্র তাঁদের হাতে তুলে দিই। ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বাণী স্মরণ রাখ তে হবে।'

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো হইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, [illegible] দাগ নং - ১, জমির পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি গ্রহন করেন যাহা আলিপুর D.S.R.V অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২০১৬ সালের বুক নং - IV, দলিল নং - ০২৬৭, রেজিষ্ট্রী হইয়াছিল তাহা আমার মক্কেল বিশ্বজিৎ বিশ্বাস আসল দলিলটি ইংরাজী ২৭/০৮/২০২৩ তারিখে হারিয়ে যায় মুকুন্দপুর বাজার থেকে। এক্ষনে আমার উপরোক্ত মক্কেলের দলিলটি যদি কোন ব্যক্তি পাইয়া থাকেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় অত্র তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

প্রনব রায়, (অ্যাডভোকেট)
৭জেড/২, পিকনিক গার্ডেন ফার্স্ট লেন
পোস্ট ও থানা - তিলজলা, কোলকাতা - ৭০০০৩৯
মোবাইল - ৯৮৩৬৩৮২৮৮৫

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া, মোকাম- নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত

টাইটেল স্যুট নং ১২৫/২০১০

বাদী:- শ্রী শ্রী মদন মোহন জীউ-এর পক্ষে নেক্সট ফ্রেন্ড শ্রী রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (বর্তমানে মৃত), পিতা- মৃত নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, উডবার্ন রোড, পোঃ ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া। (১) সবিতা চক্রবর্ত্তী, স্বামী-মৃত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, (২) রঞ্জিত চক্রবর্ত্তী, পিতা- মৃত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, (৩) শ্রীবাস চক্রবর্ত্তী, পিতা- মৃত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব সাং উডবার্ন রোড, পোঃ ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, (৪) তৃপ্তী ব্যানার্জ্জী, স্বামী- ধনঞ্জয় ব্যানার্জ্জী, পিতা- মৃত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সাং আগমেশ্বরীপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া । (৫) দিপ্তী চক্রবর্ত্তী, স্বামী-রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, পিতা- মৃত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সাং- গোবরাপোতা বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা-ভীমপুর, জেলা-নদীয়া।

-বনাম-

বিবাদী:- (১) শ্রী সীমাচল পাধায়, পিতা- মৃত রঘুনাথ পাধায়, উডবার্ন রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া। (২) বি.এল.এন্ড এল.আর.ও., নবদ্বীপ, পোঃ মহেশগঞ্জ, থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া। (৩) দ্যা স্টেট অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, রিপ্রেজেনটেড বাই দি কালেক্টর নদীয়া, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া। (৪) কৃষ্ণ চন্দ্র পাল, পিতা- বীরেন কুমার পাল, দি হাউস অফ মৃত কান্তি দাস (বলাই পালের বাড়ীর পাশে), যোগনাথতলা রোড, নিত্যানন্দপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। (৫) পম্পা পাল, স্বামী- কৃষ্ণ চন্দ্র পাল, দি হাউস অফ মৃত কান্তি দাস (বলাই পালের বাড়ীর পাশে), যোগনাথতলা রোড, নিত্যানন্দপাড়া, গৌঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া। বরাবর : - (৪) কৃষ্ণ চন্দ্র পাল, পিতা- বীরেন কুমার পাল, দি হাউস অফ মৃত কান্তি দাস (বলাই পালের বাড়ীর পাশে), যোগনাথতলা রোড, নিত্যানন্দপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া। (৫) পম্পা পাল, স্বামী- কৃষ্ণ চন্দ্র পাল, দি হাউস অফ মৃত কান্তি দাস (বলাই পালের বাড়ীর পাশে), যোগনাথতলা রোড, নিত্যানন্দপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া ।

এতদ্বারা আপনাদেরকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত বাদীগণ মাননীয় সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) নবদ্বীপ, নদীয়া আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা স্বত্ত্ব সাব্যস্ত ও নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় দাখিল করিয়াছেন । এক্ষনে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে আপনারা স্বয়ং অথবা আপনাদের নিযুক্ত উকিলবাবুর মারফৎ হুজুরাদালতে অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আদেশানুসারে-
Ripan Majumder
সেরেস্তাদার
নবদ্বীপ সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ আদালত), 17.06.2023

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৮ম তল, "জীবন সুধা বিল্ডিং", ৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/47/2021

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
ড. প্রভাতেন্দু শেখর চৌধুরী এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) ডা. প্রভাতেন্দু শেখর চৌধুরী, এম-৩৩২, বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি টাউনশিপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭০০০৯৪
(সিডি ২) শ্রীমতি কৃষ্ণা চৌধুরী, এম-৩৩২, বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি টাউনশিপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭০০০৯৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/849/2015** অনুযায়ী পরিমাণ **১২১১৩২০.৪৫ টাকা (বারো লাখ এগারো হাজার তিনশো কুড়ি টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১১.২৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ০৮.০৪.২০১০ থেকে সমুদয় শুল্ক **১৫০০০ (পনের হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **৩০.১১.২০২৩** তারিখে সকাল ১১.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ১৮.০৮.২০২৩

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

NOTICE
IN THE COURT OF THE LD. CIVIL JUDGE JUNIOR DIVISION AT NABADWIP, NADIA.
T.S. NO. 172/22

Plaintiff: 1) Smt. Haripriya Bhowmick W/o. Late Nirmal Bhowmick **2) Sayani Bhowmick** D/o. Late Nirmal Bhowmick both are C/o. Madan Mohan Podder resident of Sribas Angan Ghat Road, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia.

-Vs-

Defendant: Sri Motilal Sarkar S/o. of Late Tarak Nath Sarkar at Kanti Bhattacharya Road, P.O. & P.S Nabadwip, Dist. Nadia, Pin-741302.

It is hereby informed that one Haripriya Bhowmick and another filed a Title Suit being no. **T.S. 172/22** against Sri Motilal Sarkar but the defendant is avoiding to take summon intentionally. As such if he is interested to contest the above numbered suit then he has to appear before the Court within 30 days from the date of Publication of this notice otherwise Suit will be proceed expartee against him.

By order of Court
Ripan Majumder
Sheristader
Civil Judge Junior Division
Nabadwip Court, Nadia.

In The Court of Civil Judge (Sr.Divn) At Suri, Birbhum (District Delegate)
Act 39-Misc Succession Case No 03 of 2023

বিজ্ঞপ্তি

দরখাস্তকারী :- মথুর দাস, পিতা ৺ভুজঙ্গ ভুষন দাস, সাকিম-সিউড়ী সেহেড়াপাড়া, পোঃ+থানা-সিউড়ী, ১০ নং ওয়ার্ড,সিউড়ী পৌরসভা, জেলা -বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।

এতদ্বারা জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-বীরভূম, থানা-সিউড়ী অর্ন্তগত সেহেড়াপাড়া নিবাসী পার্থ সারথি দাস পিতা মথুর দাস এর নামীয় এল,আই,সির টাকা পাইবার অনুমতি সাপক্ষে উপরিউক্ত নম্বর Misc Succession মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং এতক তাহা Ld Civil Judge (Sr. Divn) At Suri, Birbhum (District Delegate) এ Pending রহিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, ৺পার্থ সারথি দাস পিতা মথুর দাস এর নামীয় যে এল,আই,সি এর টাকা রহিয়াছে তাহা দরখাস্তকারী তপশীল বর্নিত টাকার প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। এবং তাহা পাইবার নিমিত্তে উপরিউক্ত নাম্বার Misc Succession মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারী অত্র বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সর্বসাধারনকে জানাইতেছেন যে, এক্ষনে উক্ত এল,আই,সির টাকা সমন্ধে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা আদালতে উপস্থিত হইয়া অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিন মধ্যে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় উপরিউক্ত মোকর্দ্দমাটি একতরফা মতে নিস্পত্তি ঘটিবে ও আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অদ্য তারিখে সিউড়ী আদালতের সিল ও সাক্ষর সহ এই বিজ্ঞপ্তি দাখিল হইল।

Schedule

District -Birbhum, P.O & P.S-Suri, Amount lying in the Custody of Life Insurance Corporation of India at Suri Branch in the follows:- Amount lying in the name of deceased Partha Sarathi Das and the name of Nominee namely deceased Usha Das.

	Policy Number	Amount	Branch
LIC Policy	Policy No- 465992781	Rs. 50,000/-plus (+) vested Bonus & interest due thereon	Suri, Birbhum

আদেশানুসারে
Prasad Mukherjee
সেরেস্তাদার
In the court of the learned District Delegate
Birbhum, Suri, 22.08.2023

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা** | **ই-নিলাম নোটিশ**
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ই-মেল - sbi.18192@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩

পরিশিষ্ট - IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১০.১০.২০২৩
সময় ঃ ৩০০ মিনিট বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য
প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিতহচ্ছে নিম্নোক্ত জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** যা 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **১০.১০.২০২৩ তারিখে ২৪,০০,২১,৬৯৮.৩৪ টাকা (চব্বিশ কোটি একুশ হাজার ছশো আটানব্বই টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা** এবং সুদ, ব্যয় ২৮.১০.২০১৬ থেকে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া ঋণগ্রহীতা **মেসার্স অ্যাডামস মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস লেমন ফ্রেস, ২৯/১, কলাবাগান লেন, ডুমুরজোলা স্টেডিয়াম সিটির উল্টোদিকে, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০১ এবং **জামিনদাতাগণ : (ক) শ্রী মানস রায় (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা),** ২৬৩/৪৮, বেনারস রোড, নেতাজিগড়, হাওড়া - ৭১১১০৮ **(খ) শ্রীমতি সুমিত্রা রায় (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা),** পি ৮৮/১, বেনারস রোড, নেতাজিগড়, বেলগাছিয়া, হাওড়া - ৭১১১০৮ **(গ) শ্রী গৌতম ঘোষ (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা),** গ্রাম - হামিরবাটি, পোস্ট - মাধবপুর, থানা - আরামবাগ, হুগলি **(ঘ) শ্রীমতি মুনমুন পাঁজা (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা),** ১৪২/২ পি রোড, নেতাজিগড়, হাওড়া - ৭১১১০৮ কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় - ১৫.০৯.২০২৩ সময় - সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
ক) অফিস স্পেস নং ২,২য় তল, ব্লক নং ১, হোল্ডিং নং -২৯/১, কলাবাগান লেন, ওয়ার্ড নং ৪৪, আরএস দাগ নং -৮৩, খতিয়ান নং - ৪৯, জেএল এইচ ও নং ১, মৌজা এবং থানা - শিবপুর, হাওড়া, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫১৪৮ বর্গ ফুট, ঢাকা এরিয়া কার পার্কিং স্পেস আনুমানিক ১২০ বর্গ ফুট একতলায় প্রেমিসেস নং ওয়ার্ড নং ৪৪, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, হোল্ডিং নং ২৯, থানা-শিবপুর, দলিল নং ২৯৭৮-২০১২ সালের, অনুযায়ী মেসার্স অ্যাডামস মার্কেটিং প্রা. লি. এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পার্ট হোল্ডিং ৩১এবং ২৮, কলাবাগান লেন, দক্ষিণে : অংশ হোল্ডিং নং ৯ এবং ১০, কলাবাগান লেন, পূর্বে : হাওড়া ড্রেনেজ ক্যানেল রোড এবং পশ্চিমে : মোতিঝিল সমন্বিত **(স্বত্ব দখলীকৃত)**	২,৯৯,০০,০০০.০০ টাকা	২৯,৯০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১,০০,০০০.০০ টাকা	
খ) জমি এবং ভবন পরিমাণ ২ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট এবং ৪ তলা ভবন, অবস্থিত পি-৮৮/৩, বেনারস রোড,দাগ নং ১৮৭ (অংশ) মৌজা : বেগাছিয়া কিসমত, হাওড়া -১০৮, জেএল নং-৯ (বর্তমানে ১০৯), খতিয়ান নং -৪৯২, দলিল নং ৬১৬৯- ২০০৩ সালের অনুযায়ী মানস রায়ের নামে সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে : হোল্ডিং নং পি-৮৮ বেনারস রোডের অংশ , দক্ষিণে : বেনারস রোড, পূর্বে : হোল্ডিং নং পি-৮৮ অংশ, পশ্চিমে : হোল্ডিং নং পি-৮৮ বেনারস রোডের অংশ। **(স্বত্ব দখলীকৃত)**	১,১০,০০,০০০.০০ টাকা	১১,০০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১,০০,০০০.০০ টাকা	
গ) বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১৬, ৫মতলে, এইচ এম সি হোল্ডিং নং ৮৮/১, বেনারস রোড,নেতাজি গড়, মৌজা- বেলগাছিয়া, জেএল নং -৯, খতিয়ান নং ৪১২, দাগ নং ১৮৭, থানা - লিলুয়া, হাওড়া, পিন- ৭১১১০৮, সুপার বিল্টআপ এরিয়া ৭২২ বর্গ ফুট অবস্থিত জি-৪ বিবেকানন্দ ভবনে, দলিল নং ১-১২৮৫০-২০০৬ সালের অনুযায়ী মানস রায়ের নামে সমুদয় সম্পত্তিয় চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ২০, দক্ষিণে : বেনারস রোড, পূর্বে : পি-৮৮ বেনারস রোড,পশ্চিমে :সিঁড়ি এবং প্রবেশপথ ফ্ল্যাটের। **(স্বত্ব দখলীকৃত)**	১৯,০০,০০০.০০ টাকা	১,৯০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ২৫,০০০.০০ টাকা	

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জ্ঞাত দখলদারি সহ জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতা ওয়েবসাইট https://www.sbi.co.in এমএসটিসি'র ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং https://ibapi.in প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।

তারিখ : ০৬.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার কা উপক্রম) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | Oriental | United

[রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস- কলকাতা সাউথ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেইল: cs8267@pnb.co.in

যেহেতু,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক/গণ হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/গণকে আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক উক্ত বিজ্ঞপ্তি(সমূহ)-র তারিখ/বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও কমনভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে উল্লিখিত তারিখে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ খ) দখলের তারিখ
১.	ক) বন্ডেল রোড গড়িয়াহাট শাখা খ) মিঠুন সিকদার এবং মিসেস দীপশিখা সিকদার শান্তিনগর পাল্টা পোস্ট- বেঙ্গল এনিমেল, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭৪৩১২২ পশ্চিমবঙ্গ	১. ৪র্থ তলায় উত্তর পূর্ব পাশের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩ডি এর সকল, যার এলাকার পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি (সিঁড়ির আনুপাতিক শেয়ার এবং ২৫% সুপারবিল্ট আপ এলাকা সহ) যার আছে ২ বেডরুম, ১ রান্নাঘর সহ ডাইনিং, ১ ড্রয়িং, স্পেস, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা, লিফট সুবিধা সহ এবং মার্বেল মেঝে সহ, মৌজা- সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস. নং ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, দাগ নং ৩০০, খতিয়ান (সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অধীনে) প্ল্যান নং ২২৫/৫৩, ব্লক-এ, রেডসিডেন্সিয়াল জোন, এডিএসআর বর্তমানে সোদপুর আগে ব্যারাকপুর, পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত, পরিচিত, সংখ্যাযুক্ত প্রেমিসেস নং ৩০০/বি, এইচ.বি. টাউন, রোড নং ৫, পোঃঅঃ- সোদপুর, থানা- খড়দা, কলকাতা-৭০০১১০, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৩১, হোল্ডিং নং ২৮, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অধীনে, দলিল নম্বর ৫১১০/২০২১ এ.আর.এ-২ কলকাতায় নিবন্ধিত। **মিঠুন সিকদার ও দীপশিখা সিকদারের মালিকানাধীন সম্পত্তি।** ২. ৪র্থ তলায় উত্তর পূর্ব পাশের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩বি এর সকল, যার এলাকার পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি (সিঁড়ির আনুপাতিক শেয়ার এবং ২৫% সুপারবিল্ট আপ এলাকা সহ) যার আছে ২ বেডরুম, ১ রান্নাঘর সহ ডাইনিং, ১ ড্রয়িং, স্পেস, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা, লিফট সুবিধা সহ এবং মার্বেল মেঝে সহ, মৌজা- সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস. নং ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, দাগ নং ৩০০, খতিয়ান (সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অধীনে) প্ল্যান নং ২২৫/৫৩, ব্লক-এ, রেডসিডেন্সিয়াল জোন, এডিএসআর বর্তমানে সোদপুর আগে ব্যারাকপুর, পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত, পরিচিত, সংখ্যাযুক্ত প্রেমিসেসে নং ৩০০/বি, এইচ.বি. টাউন, রোড নং ৫, পোঃঅঃ- সোদপুর, থানা- খড়দা, কলকাতা-৭০০১১০, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৩১, হোল্ডিং নং ২৮, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অধীনে, দলিল নম্বর ৫১১১/২০২১ এ.আর.এ-২ কলকাতায় নিবন্ধিত। **শ্রী মিঠুন সিকদার ও দীপশিখা সিকদারের মালিকানাধীন সম্পত্তি।**	ক) ১৯.০৬.২০২৩ খ) ৫৫,১৬,৪৫৪.০০ টাকা (পঞ্চান্ন লক্ষ ষোল হাজার চারশো চুয়ান্ন টাকা মাত্র) ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ। গ) ৩১.০৮.২০২৩
২.	ক) আলিপুর শাখা খ) মেসার্স বনশ্রী হার্ডওয়্যার, স্বত্বাধিকারী- মতিলাল চৌধুরী (মৃত), মিসেস ফুলরানী চৌধুরী, (শ্রী মতিলাল চৌধুরীর স্ত্রী/আইন উত্তরাধিকারী), শ্রী নিউটন চৌধুরী, (শ্রী মতিলাল চৌধুরীর ছেলে/আইনগত উত্তরাধিকারী) মিজ্ কাকুলী চৌধুরী, (শ্রী মতিলাল চৌধুরীর কন্যা/ আইনী উত্তরাধিকারী) সকল ঠিকানা: ২৮২, হিন্দুস্তান মোড়, গড়িয়া মেইন রোড, গড়িয়া কলকাতা - ৭০০০৮৪	দাগ নং ৩৭৫, জে.এল. নং ৪৭, আর.এস. নং ৭, তৌজি নং ১০৯, খতিয়ান নং ১০১৮ মৌজা - বারহাঁস ফরতাবাদ, থানা- সোনারপুরে অবস্থিত বাস্তু আবাসিক জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা দোতলা ভবন, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, এডিএসআর - সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা এলাকার মধ্যে গড়িয়া গার্ডেনে অবস্থিত, পোস্ট- গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৮৪। **সম্পত্তিটি প্রয়াত মতিলাল চৌধুরীর মালিকানাধীন। প্রেমিসেসটি নিম্নোক্ত মতো চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- শ্রীমতী সুতানকা ঘোষাল এর দোতলা বিল্ডিং, দক্ষিণে- ৮ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পূর্বে- শ্রী দাসের দ্বিতল ভবন, পশ্চিমে- শ্রী মন্ডলের দ্বিতল ভবন দ্বারা।	ক) ০৫.০৬.২০২৩ খ) ১২,৫৪,৪২৬.৯৩ টাকা (বারো লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো চব্বিশ টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা মাত্র) ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ। গ) ৩১.০৮.২০২৩
৩.	ক) দক্ষিণ শহরতলী (বেহালা) শাখা খ) ঋণগ্রহীতা: দেবাশিস ভট্টাচার্য সহ-ঋণগ্রহীতা: কৌশিক ভট্টাচার্য উভয়ের ঠিকানা- দেবযানী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তলা, কক্ষ নং ৪০২, ৫৭/১, পঞ্চাননতলা লেন বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০২ এর সকল যার আছে ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং-কাম-হল রুম, ১ (এক) রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং দ্বিতীয় তলায় কমবেশি ৭২০ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রথমতলায় কমবেশি ১২০ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস এবং সেই সমস্ত অংশে অবস্থিত "দেবযানী অ্যাপার্টমেন্ট" নামে বিল্ডিংয়ের ৬ (ছয়) কাঠা ১ (এক) ছটাক ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের আনুপাতিক শেয়ার বা ইন্টারেস্ট সহ এবং বিল্ডিং এর প্লট নং এ, সিএস খতিয়ান নং ১৮১৮ এর অধীনে সিএস দাগ নং ৩৯৬৩ এর অংশ হওয়ায় আর.এস. দাগ নং ১৩৬২৮ এর অধীনে আরএস খতিয়ান নং ৬৩৬৫ বেহালা মৌজায়, জে.এল. নং ২, এখন প্রেমিসেস নং ৫৭/১এ, পঞ্চাননতলা লেন হিসাবে পরিচিত এবং নম্বর দেওয়া হয়েছে, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৩১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত থানা পূর্বে বেহালা বর্তমান পরশ্রী, কলকাতা - ৭০০০৩৪ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায়। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে - বেহালা ইয়ংস ক্লাব, দক্ষিণে - শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী এবং অন্যান্যদের বাড়ি, পূর্বে শ্রী ডি.পি. ব্যানার্জির বাড়ি এবং ১২ ফুট সাধারণ প্রবেশ পথ, পশ্চিমে - চন্দন ঘোষের বাড়ি। **দেবাশিস ভট্টাচার্য এবং কৌশিক ভট্টাচার্যের মালিকানাধীন সম্পত্তি।**	ক) ০১.০৬.২০২৩ খ) ২০,২২,৪৯৬.২৬ টাকা (কুড়ি লক্ষ বাইশ হাজার চারশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ। গ) ৩১.০৮.২০২৩
৪.	ক) বোসেপুকুর রাজডাঙ্গা শাখা খ) ঋণগ্রহীতা ও স্বত্বাধিকারী: জনাব মলয় মন্ডল পিতা- প্রয়াত জাগেরনাথ মন্ডল	স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসিক ফ্ল্যাট নং এ-০ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, প্রথমতলায় অবস্থিত, বিল্ডিংয়ের পশ্চিম দিকে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৯০০ বর্গফুট পরিমাপ। দুটি বেড রুম, একটি লিভিং-কাম-ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউসি এবং একটি বারান্দার সাথে সিঁড়ি সমন্বিত এবং জি+৩ তলা ভবনের নীচের অংশের অবিচ্ছেদ্য আনুপাতিক শেয়ার সহ, প্রেমিসেস নং- ২বি, নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রোড, কলকাতা - ৭০০০৪২, আরএস দাগ নং ৪৬১ এবং ৪৬২ খতিয়ান নং ১৯০ এর অধীনে, মৌজা - গদশা, কসবা, জেএল নং ১৭, থানা - কসবা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৯১ এর সীমার মধ্যে, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), সেইসঙ্গে সমস্ত সুবিধার অধিকার সহ এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিতড নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে :** দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ২সি, এন.সি. চৌধুরী রোড ; উত্তরে- প্রেমিসেস নং ২এ, এন.সি. চৌধুরী রোড; পূর্বে - ১২' ফুট চওড়া কেএমসি রোড; পশ্চিমে- এস. সামন্তের বাড়ি। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী মলয় মন্ডল, পিতা- প্রয়াত জেগেরনাথ মন্ডল।**	ক) ০৫.০৬.২০২৩ খ) ৩২,১৫,০৮২.১১ টাকা (বত্রিশ লক্ষ পনের হাজার বিরাশি টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র) আরও সুদ সহ গ) ০৫.০৯.২০২৩
৫.	ক) মুকুন্দপুর শাখা খ) ঋণগ্রহীতা: শ্রী মৃন্ময় নস্কর পিতা- মোহিত নস্কর, ২৮/১১৭, দাস পাড়া, গ্রীনল্যান্ড মুকুন্দপুর, কলকাতা - ৭০০০৯৯ এছাড়াও এখানে- ই/৬১, পূর্ব রাজাপুর, সম্মিলনী পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৫ সহ-ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী চামেলি নস্কর স্বামী-মৃন্ময় নস্কর বি-২৪, পূর্ব রাজাপুর, সম্মিলনী পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৫	গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৫৪০, কমবেশি প্রায় ২ কাঠা ১ ছটাক ২৭ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সলের উপর অংশে এবং দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৪৮১, মুকুন্দপুর, মুকুন্দপুর মৌজার অধীনে দাস পাড়া, জেএল নং ৮৪, তৌজি নং ১৫৯, আরএস নং ২২, এল.আর. খতিয়ান নং ৬০, এল.আর. প্লট নং ২৮/১১৭, থানা- সোনারপুর, খেয়াদহ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০১৮ সালের দলিল নং আই-৬৭৫২। **উক্ত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর দিকে - অম্বিকা হাউজিং সোসাইটি, পূর্বে- প্লট নং ৪, পশ্চিমে- প্লট নং ৬, দক্ষিণে- ২০' ফুট চওড়া দাস পাড়া রোড। **সম্পত্তিটি শ্রী মৃন্ময় নস্করের মালিকানাধীন।**	ক) ১২.০৬.২০২৩ খ) ১৫,৬৭,৩৪৬.০০ টাকা (পনের লক্ষ সাতষট্টি হাজার তিনশো ছেচল্লিশ টাকা মাত্র) ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং ০১.০৬.২০২৩ থেকে আরও সুদ সহ গ) ৩১.০৮.২০২৩
৬.	ক) বন্ডেল রোড গড়িয়াহাট শাখা খ) ঋণগ্রহীতা ও স্বত্বাধিকারী: মিসেস পামেলা সিং	৪র্থ তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৬ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার সুপার বিল্টআপ এলাকা ৭০০ বর্গফুট, সম্পত্তিটি প্লট নং ডি/১৫-তে অবস্থিত, ব্লক -ডি এর অধীনে, ২ (দুই) কাঠা ১৩ (তেরো) ছটাক ৪৩ (তেতাল্লিশ)) বর্গফুট, বা সামান্য কমবেশি, এবং মৌজা- মাদুরদাহ, জে.এল. নং ১২, পরগনা - কলিকাতা, আর.এস. দাগ নং. ৪১১ (অংশ)-এ গঠিত তৌজি নং-২৯৯৮ এর মধ্যে আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৩ -এর অধীনে, আর.এস. নং ২১২, আলিপুরে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, থানা- পূর্বে টালিগঞ্জ, তারপর যাদবপুর তারপর কসবা এখন তিলজলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৌর প্রেমিসেস নং ৩০১, হোসেনপুর, কলকাতা-৭০০১০৭, এবং বর্তমানে পৌরসভার ওয়ার্ড নং ১০৮, বরো-১০, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অ্যাসেসি নং ৩১-১০৬-০৪-০৫৮৭-৩-এর অধীনে এবং **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে - ১২ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পূর্বে - প্লট নং ১৮ দ্বারা, পশ্চিমে - ১৪ নং প্লট দ্বারা, দক্ষিণে - প্লট নং ৮ দ্বারা। **মিজ্ পামেলা সিংহ এর মালিকানাধীন সম্পত্তি।**	ক) ০৬.০৬.২০২৩ খ) ১৬,৫০,০৫৫.১৩ টাকা (ষোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পঞ্চান্ন টাকা তেরো পয়সা মাত্র) আরও সুদ সহ গ) ০৫.০৯.২০২৩
৭.	ক) গড়িয়াহাট শাখা খ) ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুবীর ঘোষ ২০/১, হেম ঘোষ লেন, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২ এক্সইবিইসি ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিঃ ১২/২, সার্কুলার রোড, ৪র্থ বাই লেন শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২ একতলা, ফ্ল্যাট ৭৮/৩এ, কালিপদ মুখার্জি রোড, পি.এস. - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮ সহ-ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী গীতা ঘোষ স্বামী-সুবীর ঘোষ ২০/১, হেম ঘোষ লেন, শিওপুর, হাওড়া - ৭১১১০২ একতলা, ফ্ল্যাট ৭৮/৩এ, কালিপদ মুখার্জি রোড, পি.এস. - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮	১০৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের প্রথম তলায় ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ৩টি বেডরুম, ১টি লিভিং ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট, ১টি বারান্দা সহ ছাদের টেরেস সমন্বিত সেইসঙ্গে বিল্ডিংয়ের নীচে জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক শেয়ার এবং প্রায় ৪ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৮ বর্গফুট পরিমাপের জমি। ৭৮/৩এ, কালিপদ মুখার্জি রোড, থানা , বেহালা তে অবস্থিত, আলিপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিস, জেএল নং- ১৩, মৌজা মুরাদপুর, খতিয়ান নং ২৭৩ এবং ৪৭৯, দাগ নং ৪৫০, বেহালা, পৌরসভার ওয়ার্ড নং ১২৩, আরএস নং ১৯২, তৌজি নং ৭৪, ৭৭ এবং ৮২। **উল্লিখিত প্রেমিসেসটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- কালীপদ মুখার্জি রোড, দক্ষিণে- দাগ নং ৪৫, পূর্বে- ১২ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমে- তরুণ কুমার নাগের বাসভবন দ্বারা। **সম্পত্তিটি সুবীর ঘোষ ও শ্রীমতী গীতা ঘোষের নামে আছে।**	ক) ১৭.১১.২০২২ খ) ১০,৩১,৯৮৩.০০ টাকা (দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শো তিরাশি টাকা মাত্র) ৩০.১০.২০২২ অনুযায়ী এবং ০১.১১.২০২২ থেকে আরও সুদ সহ গ) ৩১.০৮.২০২৩

তারিখ: ০৬.০৯.২০২৩
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইদায়ার জিঙ্ক লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর U27204WB2000PLC091214
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩৭/২, চিনার পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাট মেইন রোড, পো. হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৫৭ টেলিফোন +৯১ ৯৯৩০২৮৯৯৮৩
কর্পোরেট অফিস : মার্কেন্টাইল চেম্বারস, ১২, জে.এন. হেরেদিয়া মার্গ, বালার্ড এস্টেট, মুম্বই : ৪০০০০১ টেলিফোন : ০২২-৪১২৬৩০০০/০১/০২
ইমেল আইডি : greenpanelllp@gmail.com

ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের জন্য তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, **ইদায়ার জিঙ্ক লিমিটেডের ("কোম্পানি") শেয়ারহোল্ডারদের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি")/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম")** এর মাধ্যমে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ শুক্রবার দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে জারি করা নিয়মগুলি মেনে এজিএম আহ্বান করা হবে যা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) সার্কুলার সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ০৮ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং-এর সাথে পঠিত হবে ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ০৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ এবং ২/২০২২ তারিখ, ৫ মে ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলারের সংস্থান নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার এমসিএ, এবং ভারত সরকার দ্বারা জারি করা ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হবে।

উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিগুলি শুধুমাত্র সেই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট [illegible]

টেলিফোন : (০২২) ২৫৯৬ ৩৮৩৮ ফ্যাক্স : (০২২) ২৫৯৪ ৬৯৬৯
ই-মেইল : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

ইদায়ার জিঙ্ক লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
মহ. বিসমিথ আলিঙ্গাল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিএফও
ডিন : ০৮২২৭১৭০

স্থান : মুম্বই
তারিখ : ০৪.০৯.২০২৩

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিস: ৪, বিবাদি বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউস, রুম নং ৫,২য় তলা, কলকাতা- ৭০০০০১
টেলি : (০৩৩) ২২৩০১১৫৩, CIN No. L63090WB1989PLC099645
ই-মেইল: cs.legal.frontline@gmail.com, www.frontlinecorporation.com

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, রিমোট ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেডের ("দ্য কোম্পানি") সদস্যদের ৩৪তম বার্ষিক জেনারেল সভা ("এজিএম") **ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") বা আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস("ওএভিএম") সুবিধার মাধ্যমে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শনিবার ১৫.০০ ঘন্টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ব্যবসায় লেনদেনের, যেমনটি ৩১ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক("এমসিএ") তার জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ- ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তত্সহ পঠিত ৫ মে ২০২২ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ৩/২০২২, ১৩ জানুয়ারী ২০২১ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২১ দ্বারা পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০ এবং জেনারেল সার্কুলার [illegible]

এবং প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করুন ০২২ - ৪৮৮৬৭০০০,০২২ - ২৪৯৯৭০০০ বা ইমেল আইডি sachink@nsdl.co.in -এ আরও স্পষ্টীকরণ/ প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে। frontlinecorplimited@gmail.com -এ একটি ই-মেইল পাঠিয়ে কোম্পানির সেক্রেটারি এবং কোম্পানির কমপ্লায়েন্স অফিসারের কাছেও অভিযোগগুলি জানানো যেতে পারে।

সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪২ এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই **শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে শনিবার ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত)** পর্যন্ত বন্ধ থাকবে আর্থিক বছর ২০২২-২৩ এর কোম্পানির **৩৪তম এজিএম** এর উদ্দেশ্যে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেডের
পরিচালন পর্ষদের আদেশ দ্বারা
স্বা/-
সুরেশ কুমার ভার্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
সদস্য নং : এফ৩৭২৫

স্থান: আহমেদাবাদ
তারিখ: ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড
CIN : L27120WB1947PLC015767
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

নোটিশ

সদস্যদের জানানো হয় যে এজিএম-এ প্রস্তাবিত রেজুলেশনগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং (এনএসডিএল) এবং এজিএম-এ ব্যালট ভোটিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।

২২.০৯.২০২৩ তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারগুলিতে ভোটের অধিকার গণনা করা হবে (কাট অফ তারিখ) এবং এই ধরনের সদস্যরা ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। যে সদস্যরা ই-ভোট করেন তারা এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ই-ভোটিং ২৬.০৯.২০২৩, সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ২৮.০৯.২০২৩, বিকাল ৫টায় শেষ হবে। এর পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

০৫.০৯.২০২৩ তারিখে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি মেইল করা হয়েছে যে সমস্ত সদস্যরা তাদের মেল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং এটি এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখানে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। আর্থিক বছরের ২০২২-২৩-এর বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hul.net.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.com-এ উপলব্ধ। যে সদস্যরা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা [illegible]

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২২২৯৯০ বা ই-মেইল আইডি evoting@nsdl.co.in, এনএসডিএল ই-ভোটিং টিমের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

এজিএম-এর উদ্দেশ্যে ২৫.০৯.২০২৩ থেকে ২৯.০৯.২০২৩ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বন্ধ থাকবে।

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড'এর পক্ষে
শিখা বাজাজ
কোম্পানি সচিব

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০৯.২০২৩

hindware
home innovation limited

হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেডে
(পূর্বতন সোমানি হোম ইনোভেশন লিমিটেড হিসেবে পরিচিত)
CIN : L74999WB2017PLC222970
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৪
ইমেল: investors@shilgroup.com
ওয়েবসাইট: www.hindwarehomes.com

৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে দুপুর ১.০০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এজিএম নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসার কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং- ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ০২/২০২২ এবং ১০/২০২২ তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ৫ মে ২০২২, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ ('এমসিএ সার্কুলারস') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং এসইবিই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯, এসইবিই/এইচও/সিএফডি/ [illegible]

পারেল (পূর্ব), মুম্বাই -৪০০০১৩ কে অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com -তে ইমেইল পাঠান অথবা ০২২-২৩০৫৮৫৪২ বা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ -তে কল করুন।

এই আইনের ৯১ ধারা এবং লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪২ এর অধীনে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার হস্তান্তর বই ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ ২৪ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় প্রযোজ্য টিডিএস সাপেক্ষে এবং আসন্ন ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ২/- টাকার প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারের উপর ৫০ পয়সা লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। কোম্পানিটি উক্ত লভ্যাংশের সদস্যদের প্রাপ্যতা নির্ধারণের জন্য বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করেছে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হলে প্রাপ্য সদস্যদের ৫ অক্টোবর, ২০২৩ বৃহস্পতিবারের মধ্যে পরিশোধ করা হবে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশক্রমে
হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেডের পক্ষে
(পূর্বে সোমানি হোম ইনোভেশন লিমিটেড হিসাবে পরিচিত)
স্বা/-
পায়েল এম পুরি
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং A16068

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বেআইনি বালি পাচার রুখতে মন্ত্রী ব্যবস্থার কথা বললেও, বন্ধ হয়নি, অভিযোগ মীনাক্ষীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বেআইনিভাবে বালি পাচার রুখতে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেও কাঁকসাজুড়ে বেআইনিভাবে বালি পাচার চলছে বলে অভিযোগ করেন বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। এই বিষয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী আদৌও দায়িত্বশীল কিনা, সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বাম নেত্রী। তিনি দাবি করেন, রাজ্যের মানুষ জানেই না পঞ্চায়েত মন্ত্রীর নাম। মঙ্গলবার পঞ্চায়েতে নির্বাচনে জয়ী সদস্যদের সংবর্ধনা সভায় এসে একথা বলেন তিনি। তৃণমূলকে রাজ্যের মানুষ গোরু চোর, কয়লা চোরের দল বলেও এদিন দাবি করেন তিনি। তাঁর দাবি, মানুষ অতিষ্ঠ বালি পাচারের জন্য।

এদিন গত পঞ্চায়েতে নির্বাচনে জয়ী বাম কর্মী তথা পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সংবর্ধনা জানান বাম নেতৃত্ব। এদিন সভা মঞ্চ থেকে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় জানান, তাঁদের এই পার্টিকে নেতাদের পার্টি বলা হয় না। কারণ খেটে খাওয়া মানুষের লড়াইয়ে তাঁরা নেতৃত্ব দেন। তাই

এটা নেতাদের পার্টি। এখানে নেতা মানে কোনও কমিটির নেতা না। যাঁরা খেটে খাওয়া মানুষের হকের লড়াইয়ে সামনের সারিতে থাকেন এবং নেতৃত্ব দেন তাঁরা সবাই নেতা। তাই তাদের পার্টিকে নেতাদের পার্টি বলা হয়।

তিনি আরও জানান, যাঁদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে, তাঁরা হলেন দলের লড়াইয়ের প্রতীক। সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে কারা জিতল কারা হারল, সেটা বড় কথা নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষের পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা লড়াই করেছিলেন। লড়াই করে যাঁরা জিতেছেন, তাঁদের কী কাজ করতে হবে এবং যাঁরা হেরেছেন, তাঁদের আগামী দিনে কী কাজ করতে হবে, সেই বিষয়গুলি দলের কর্মীদের বোঝানো হয়েছে।

যাঁরা জয়ী হয়েছেন, তাঁদের শুধু নয়,সংবর্ধনা সকল মানুষকে দেওয়া হয়েছে, যাঁরা নির্বাচনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করেছেন, তাঁদের সকলকেই সংবর্ধনা মঞ্চ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী কাঁকসা ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েতের সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় পানাগড় বাজারের কমিউনিটি হলে। এদিন সংবর্ধনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য বীরেশ্বর মণ্ডল, পঙ্কজ রায় সরকার, অলোক ভট্টাচার্য, রাজ্য নেত্রী বন্দনা মণ্ডল সহ কাঁকসা ব্লকের বাম কর্মী-সমর্থকরা।

ইন্দাসের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক দিবস খুদে পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ইন্দাস ব্লকের আমরুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু সংসদের মন্ত্রীরা অভিনব ভাবে শিক্ষক দিবস পালন করলেন। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও সমগ্র দেশজুড়ে মঙ্গলবার শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের প্রতি সম্মান জানিয়ে ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মতিথিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করে আসছে দেশবাসী।

এবার বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের আমরুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু সংসদের খুদে মন্ত্রীরা এক অভিনব পদ্ধতিতে শিক্ষক দিবসে আয়োজন করল। শিশু সংসদের মন্ত্রীরা শিক্ষক দিবস উপলক্ষে নিজেরাই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তারা যেমন অংশগ্রহণ করে, তেমনই ও সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের ছবিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে। শিশু সংসদের খুদে মন্ত্রীরা নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষক দিবসে আয়োজিত অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করায় হতবাক সকলেই।

আমরুল প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ

শিক্ষক রামকৃষ্ণ মণ্ডল জানান, শিশু সংসদের মন্ত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে সমস্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এবং অত্যন্ত ভালোভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। আমরুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু সংসদের প্রধানমন্ত্রী ঐশী গুহ বলে, 'আজকের এই দিনটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজকের দিনটি আমরা পালন করলাম।'

ডেঙ্গিতে বধূ মৃত্যু, দাবি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদার গৃহবধূর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য। ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে বধূর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। শনিবার বনগাঁ ব্লকের আকাইপুরের যুবতীর মৃত্যুর পর মঙ্গলবার ভোররাতে বাগদা ব্লকের বয়রা পঞ্চায়েত এলাকায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দাবি। মৃত গৃহবধূর নাম অপর্ণা দাস (৩১)। বাগদার বয়রা এলাকার বাসিন্দা তিনি। রবিবার রাতে পরিবারের পক্ষ থেকে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি করা হয়েছিল বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। মঙ্গলবার ভোর রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিন কয়েক আগে বনগাঁয় একটি নার্সিংহোমে টিউমার অপারেশন হয়েছিল। বাড়িতে ফিরেই জ্বরে আক্রান্ত হন অপর্ণা। তাঁর ছেলে স্বাথদ দাস (৪) মেয়ে রিশিতা দাস (১০) দু'জনেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতেই আছে। পঞ্চায়েত ডেঙ্গি নিয়ে সচেতন হোক ও পদক্ষেপ করুক, এমনই আর্জি জানালেন মৃত গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা।

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED
CIN : L36993WB1995PLC069510
Regd. Office : Hongkong House, 31, B. B. D. Bagh (S), Kolkata - 700 001
Tel : +91 33 2248 8891/92, **Email :** corp@poddarheritage.com
Website : www.poddarheritage.com

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING, CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 29th September, 2023 at 12:00 Noonat the Registered Office of the Company at Hongkong House, 31, B.B.D Bagh(S), Kolkata - 700 001.

The Annual Report along with the Proxy Forms and Attendance slips and the Notice of the Meeting setting out the Ordinary businesses to be transacted thereat together with the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2023, Auditors Report and Directors Report have been sent to the members whose name appears on the Register of Members, electronically to those with registered email ID and physically to the rest on their registered addresses.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website http://www.poddarheritage.comand www.cdslindia.com and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays during business hours up to the date of meeting.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, ('the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, **the Register of Members will remain closed from Saturday, 23rd September, 2023, to Friday, 29th September, 2023 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meeting ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its Members to cast their vote on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) provided by CDSL and the business may be transacted through such remote e-voting. **The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Friday, 22nd September, 2023.** Any person who is a Member of the Company as on the cut-off date, holding shares in either dematerialized or physical form, is eligible to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM, using remote e-voting.

The remote e-voting period commences on Monday, 25th September, 2023 09.00 A.M. and ends on Thursday, 28th September, 2023, 5.00 P.M. During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module will be disabled by CDSL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote while members who have not cast their vote shall be able to exercise their voting rights at the AGM.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to CDSL. However if such person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password may be used for casting votes. For any queries/grievances, in relation to remote e-voting, Members may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at the address / telephone Nos: ZuariFinserv Limited, Registrar & Share Transfer Agent, (Unit: Adventz Securities Enterprises Limited), Plot No. 2, Zamrudpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi 110048. Contact No.: (011) 46474000, Fax: (011) 41608276, www.zuarimoney.com, E-Mail : helpdesk.evoting@cdslindia.com with a copy to corp@poddarheritage.com.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and the Proxy need not be a member of the Company. The Instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

For Adventz Securities Enterprises Limited
Sd/-
Punam Singh
Company Secretary
Mem No.: A38649

Date : 5th August, 2023
Place : Kolkata

বেহাল কাঠামো, ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি!

তদন্তের দাবিতে শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি হেমতাবাদের বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: একদিকে যখন শিক্ষক দিবস পালন হচ্ছে শ্রদ্ধার সঙ্গে, অন্য দিকে তখন বেশ কিছু জায়গায় শিক্ষা ব্যবস্থাই কাঠগড়ায়!

পরিকাঠামোর অভাব, ঠিকমতো ক্লাস না হওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য বেশি টাকা (ফি) নেওয়ার অভিযোগ তুলে শিক্ষা দপ্তরের কাছে তদন্তের দাবি জানালেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা হেমতাবাদের বিধায়ক সত্যজিৎ বর্মন। যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে।

রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের কাছে পাঠানো তাঁর লিখিত অভিযোগপত্রে উল্লেখ রয়েছে, যে এলাকার ৯টি বিএড এবং ডিএলএড কলেজ গুলি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বেশি টাকা নিয়ে ভর্তি করাচ্ছে। পাশাপাশি কলেজ গুলিতে সঠিক পরিকাঠামো নেই। এবং ঠিকমতো ক্লাসও হয় না। এই নিয়ে জেলায় মোট ৯টি কলেজের উল্লেখ রয়েছে তার অভিযোগপত্রে। তার মধ্যে ৮টি কলেজ তার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়লেও একটি কলেজ রায়গঞ্জ বিধানসভার মধ্যে পড়ছে। যদিও তার বক্তব্য, ৯টি নয়, গোটা জেলায় মোট ২২টি কলেজের বিরুদ্ধেই তিনি চিঠি করেছেন। তিনি আরও বলেন, 'বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের কাছ থেকে তিনি অভিযোগ পেয়েছিলেন যে বিএড ও ডিএলএড কলেজ গুলিতে ঠিকমতো পঠন পাঠন হয় না, শিক্ষক নেই, বসার ঠিকমতো পরিকাঠামো নেই। সেই মোতাবেক

নির্দিষ্ট দপ্তরে তদন্তের জন্য চিঠি করেছি। খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর তদন্ত শুরু করবে বলে জানা গিয়েছে।'

তালিকাভুক্ত একটি কলেজের প্রিন্সিপাল সংঘমিত্রা ঘোষ জানিয়েছেন, 'মন্ত্রীর ওই লিখিত অভিযোগপত্রের কথা জানতে পেরেছি। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিত সমস্ত পরিকাঠামোই আমাদের উপযুক্ত রয়েছে। আমরা যে কোনও সময় এই ব্যাপারে তদন্তের জন্য প্রস্তুত আছি। তবে এই অভিযোগের পেছনে অন্য কারণ রয়েছে বলে আমার ধারণা।'

গোলাপ ফুল দিয়ে, কেক কেটে শিক্ষক দিবস পালন আরামবাগে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: ৫ সেপ্টেম্বর মর্যাদার সঙ্গে শিক্ষক দিবস পালিত হল আরামবাগ মহকুমার প্রতি স্কুলেই। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটি পালিত হয়। তিনি সারা জীবন সকলের জন্য শিক্ষার বিস্তার করেছিলেন। দেশ গড়ার কারিগর হিসাবে কাজ করেছেন। শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করেন শিক্ষকেরা। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মেধার মূল্যায়ন করে তার ভবিষ্যত গড়ে তুলতে তাকে সঠিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন শিক্ষকেরা। সে জন্যই মা-বাবার সমতুল্য মনে করা হয় শিক্ষককে। এই দিনটিতেই সম্মান ও সংবর্ধনা দেওয়া হয় সকল শিক্ষককে।

মঙ্গলবার আরামবাগ গার্লস স্কুলেও শিক্ষক দিবস পালিত হয়। এদিন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ ছাত্রীরা। পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা কাউন্সিলর স্বপন নন্দী আরামবাগ গালস স্কুলে পালিত শিক্ষক দিবসে সামিল হয়ে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা দেন। তিনি এই স্কুলের গভর্নিং বডির সভাপতি হিসাবে দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন বলে জানা যায়। অন্য দিকে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আরামবাগ গার্লস কলেজেও একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং

মর্যাদার সঙ্গে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। গালর্স কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সৈয়দ সাজিদুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষকদের মৃত্যু নেই। একজন আদর্শ শিক্ষককে সারাজীবন সকলে মনে রাখেন। মৃত্যুর পরেও শিক্ষককে ছাত্র ছাত্রীরা ভোলেন না।' ওই কলেজের ছাত্রী সাহিন সুলতান বলেন, 'আজ শিক্ষক দিবস। তাই কলেজের সকল ছাত্রী মিলে অধ্যাপকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।' কলেজ পড়ুয়া মোনালিসা দাস, অর্পিতা মন্ডল, সায়নিকা দত্তরা বলেন, 'কেক কাটার মধ্য দিয়ে শিক্ষক দিবসের সূচনা হয়।'

হাসপাতালের পাশে পুকুরে রোগীর দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পাশের পুকুর থেকে উদ্ধার রোগীর দেহ ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। তিনি নিখোঁজ ছিলেন বলে দাবি। মৃতের নাম অভয় পাঠক (৭২)। বাড়ি হিন্দমোটর ১ নম্বর ওয়ার্ডের বৈদিক পাড়া এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে সামান্য শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে উত্তরপাড়ার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন।

মৃত ব্যক্তির ছেলে প্রদীপ পাঠকের দাবি, হাসপাতালে ভর্তি করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মৃতদেহ পাশের পুকুরে ভাসতে দেখা গিয়েছে। কীভাবে হাসপাতালের মধ্যে থেকে একজন রোগী বেরিয়ে গেলেন, কীভাবে সকলের নজর এড়িয়ে মৃত্যু হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রমা ভুঁইয়া বলেন, 'খুবই দুঃখ জনক ঘটনা। আমি সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি। দু'জন নিখোঁজ ছিলেন। থানায় নিখোঁজ ডায়েরি হয়েছিল। একটা তদন্ত কমিটি গড়ে ঘটনার তদন্ত হবে। আমি জেলাস্তরের তিনজন অফিসারকে পাঠিয়ে রিপোর্ট নেব। যদি নিরাপত্তার কোনও গাফিলতি থাকে, তা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' হাসপাতাল থেকে রোগী নিখোঁজ হওয়া এবং পুকুর থেকে একজনের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা উত্তরপাড়া হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান। উত্তরপাড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুমিত চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তরপাড়া হাসপাতালে পরিকাঠামো যথেষ্ট ভালো, নজরদারিও আছে। তবে এই ধরনের ঘটনা কখনওই কাম্য নয়। কীভাবে তা ঘটল, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

জি২০ সম্মেলনে আগত অতিথিদের জন্য ভেট

ভারতীয় গণতন্ত্র সম্বলিত জোড়া পুস্তিকা

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর: জি২০ সম্মেলনের জন্য আগত অতিথিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে ঋকবেদ, রামায়ণ, মহাভারত সংকলিত বুকলেট। সেই অনুযায়ী দুটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। একটি 'ভারত মাদার অফ ডেমোক্র্যাসি' বা 'গণতন্ত্রের জন্মদাত্রী ভারত' এবং অপরটি ভারতের নির্বাচন বা ইলেকশন অফ ইন্ডিয়া। প্রথম বইটিতে ভারতের প্রাচীন শাসক হিসেবে রামচন্দ্রের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

বইয়ে রামায়ণ, মহাভারত, মোগল সম্রাট আকবর, ছত্রপতি শিবাজীর নাম তুলে ধরা হয়েছে। বইয়ের প্রথম পাতায় একটি নারী মূর্তি রয়েছে। যেটি ৫,০০০ বছরের পুরনো। ব্রোঞ্জের তৈরি এই মূর্তি ১০.৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং মূর্তিটি সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার। এরপরেই রয়েছে ঋক, সাম, যযু এবং অথর্ববেদের কথা। রামায়ণের প্রসঙ্গ তুলে ধরা বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর রামচন্দ্রকে অযোধ্যার রাজা হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন পিতা দশরথ। মহাভারতে পিতামহ ভীষ্মের কথা বলা হয়েছে জি২০ এর বইয়ে। বইয়ে বলা হয়েছে, ভীষ্ম বলেছিলেন, 'প্রকৃত রাজধর্ম হল, রাজ্য এবং প্রজাদের সমৃদ্ধ এবং সুখের জন্য কাজ করা।'

অর্থশাস্ত্র থেকে সম্রাট অশোক, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, ছত্রপতি শিবাজী কীভাবে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে বইটিতে। ১৫ পাতার দ্বিতীয় বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৫১ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত দেশের নির্বাচনের কাহিনী। এই বইটি সম্মেলনে আগত অতিথিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। প্রগতি ময়দানে যে প্রদর্শনী হবে জি২০ সম্মেলনে, সেটি পরিচালনা করা হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তৈরি অ্যাঙ্করের মাধ্যমে।

শিক্ষক দিবসে দেশের শিক্ষকদের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর: বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অন্যতম উদাহরণ হল ভারত। তাই স্বাধীনতার অমৃতকালে শিক্ষক দিবসে দেশের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নাগরিক গড়ার কারিগর, শিক্ষকদের কাছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতি, বৈচিত্র্যে ছাত্রদের সঙ্গে উপভোগ করার আবেদন জানালেন তিনি।

শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে সোমবার নয়া দিল্লিতে নিজের বাসভবনে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৭৫তম স্বাধীনতার উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ৭৫ জন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন তিনি। দেশের তরুণ প্রজন্মকে প্রতিপালিত করতে, সঠিক মানসিকতা গড়ে তুলতে এই শিক্ষকদের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তখনই স্থানীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাস থেকে আঞ্চলিক ইতিহাস, সংস্কৃতি ছাত্রদের কাছে তুলে ধরে তাদের অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে শিক্ষকদের কাছে আবেদন জানান প্রধানমন্ত্রী।

শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতার বিষয় নিয়ে পিএমও-র তরফে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের ভাগ্য গঠনে ভাল শিক্ষকদের কী ভূমিকা, তা ওই ৭৫ জন শিক্ষকের কাছে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে শিশুদের পড়াশোনার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে জানান তিনি। একইসঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বৈচিত্র্য, সংস্কৃতি তুলে ধরতে স্কুলেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের বৈচিত্র্য উদযাপন করার ব্যাপারে শিক্ষকদের কাছে আবেদন জানান নমো।

একবিংশ শতকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যে কী উন্নতি-অগ্রগতি হয়েছে, তা বোঝাতে ইসরোর চন্দ্রযান-৩ মিশনেরও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে কারিগরী দক্ষতা যে বিশেষ প্রয়োজন, সেকথা শিক্ষকদের কাছে তুলে ধরেন তিনি।

তবে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে, তাদের বিভিন্ন বিষয়ে অনুপ্রাণিত করার জন্য শিক্ষকদের মধ্যেও ছাত্রসত্ত্বা বেঁচে থাকা জরুরি বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কথায়, 'যদি আপনার ভিতরের ছাত্রটি বেঁচে থাকে তবে আপনি কখনই সমস্যায় পড়বেন না বা হতাশ বোধ করবেন না।'

শিক্ষক দিবস উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী যে ৭৫ জন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে ৫০ জন স্কুল শিক্ষক, ১৩ জন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং ১২ জন দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রকের সদস্য। এছাড়া শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গেও আলাপচারিতা করেন প্রধানমন্ত্রী। এবছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৭৫ জন শিক্ষককে জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার, শিক্ষক দিবসের সন্ধ্যাতেই তাঁদের এই বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তার আগে এদিন সকালে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রদের শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

আমেরিকাকে চাপে ফেলতে হাত মেলাচ্ছে কিম-পুতিন!

পুতিন-সাক্ষাতে রাশিয়া যাচ্ছেন কিম

মস্কো, ৫ সেপ্টেম্বর: জল্পনা ছিলই। আমেরিকাকে চাপে ফেলতে এবার উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে রাশিয়া! কিমের দেশের সঙ্গে যৌথ নৌ-মহড়ায় যেতে পারে মস্কো, এই গুঞ্জনের মাঝেই জোরালো হল অন্য গুঞ্জন। এমাসেই রাশিয়া যাচ্ছেন কিম। পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। এমনই দাবি আমেরিকার।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক মার্কিন আধিকারিক দাবি করেছেন, রুশ শহর ভ্লাদিওভোস্তকে সেপ্টেম্বরেই এই বৈঠক হতে চলেছে। এদিকে সোমবার দক্ষিণ কোরিয়ার এক সংবাদ সংস্থা দাবি করেছে, কিমের দেশের সঙ্গে যৌথ নৌ-মহড়ায় উদ্যোগী রুশ প্রশাসন। এমনকী শুধু উত্তর কোরিয়াই নয় এই মহড়ায় চিনের যোগদানও চাইছে রাশিয়া বলে খবর।

গত মাসে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তার মুখপাত্র জন কিরবি এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু তাঁর সফর চলাকালীন রাশিয়ার জন্য উত্তর কোরিয়া থেকে গোলাবারুদ কেনার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। ফলে মস্কোর সঙ্গে পিয়ংইয়ংয়ের যে মজবুত সম্পর্ক রয়েছে তা আরও দৃঢ় হচ্ছে। যা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে আমেরিকার। এমনিতেই ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে আমেরিকার। এর মধ্যে যদি সত্যিই কিম সেদেশে যান, তাহলে চাঞ্চল্য যে আরও বাড়বে তাতে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ।

পাকিস্তানে ফের হামলার মুখে খ্রিস্টানরা, পুড়ল বহু বাড়ি

ইসলামাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ নতুন নয়। সম্প্রতি সেখানে খ্রিস্টানদের উপরে হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকালেও লাহোরে এক মসজিদ থেকে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হামলার উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। এদিন সকালে বহু খ্রিস্টানকে পালিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে দেখা গিয়েছে।

দাবি, লাহোরের শেখপুরার এক মসজিদ থেকে উস্কানি দেওয়া হয় খ্রিস্টানদের বাড়িতে হামলা করার। এরপরই চাঞ্চল্য ছড়ায়। ৪০০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাঙচুর হয়েছে স্থানীয় চার্চে। এদিকে ফয়সলাবাদের এক চার্চেও নাকি উর্দুতে রীতিমতো হুমকির সুরে লেখা হয়েছে 'আমরা এসে গিয়েছি'। এরপর সেই এলাকাতেও উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে চার্চ ও খ্রিস্টানদের বাড়িতে হামলা চালায় উত্তেজিত জনতা। পুলিশের দাবি, গুজব ছড়ানোর পরই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। জানা গিয়েছে, ভাঙা পড়েছে ৮৭টি বাড়ি। তাঁদের জিনিসপত্র রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আগুন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ১৯টি চার্চ। ইতিমধ্যেই ১২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যেই ফের উত্তেজনা ছড়াল।

এর আগে পঞ্জাব প্রদেশের ৩ হাজার ২০০টি চার্চে পুলিশ প্রহরা রাখা হয়েছিল। পাক সরকার ও ধর্মীয় নেতারা সকলকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হামলার ঘটনা যেভাবে বাড়ছে, তাতে উদ্বেগ ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। বহু খ্রিস্টানকেই ভিডিও করে সাহায্য চাইতে দেখা গিয়েছে।

ছত্তিশগড়ে সংঘর্ষে নিহত দুই মাওবাদী নেতা

রায়পুর, ৫ সেপ্টেম্বর: নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হলেন দুই মাওবাদী নেতা। পুলিশ সূত্রে খবর, সংঘর্ষে যে দুই মাওবাদী নেতার মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মাথার দাম ছিল এক লক্ষ টাকা। বেশ কয়েকটি খুনের মামলাতেও নাম ছিল তাঁদের।

গোপন সূত্রে পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনী খবর পেয়েছিল যে, চিন্তাগুফা থানা এলাকার অন্তর্গত তাড়মেটলা এবং দুলেড় গ্রামের পাশের জঙ্গলে জড়ো হয়েছেন মাওবাদীদের ১০-১২ জনের একটি দল। সেই খবর পেয়েই সতর্ক হয়ে যায় ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি), পুলিশ এবং সিআরপিএফের যৌথবাহিনী দুলেড় গ্রামের জগরগুন্ডা জঙ্গলে মঙ্গলবার সকালে তল্লাশি অভিযানে যায়।

সকাল ৬টা নাগাদ ওই জঙ্গলে যৌথবাহিনী তল্লাশি অভিযান শুরু করতেই লুকিয়ে থাকা মাওবাদীরা যৌথবাহিনীর উপর এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। যে হেতু আগে থেকেই খবর পেয়েছিল যৌথবাহিনী, তাই তল্লাশি অভিযানের সময় যথেষ্ট সতর্ক ছিল তারা। মাওবাদীরা গুলি চালানো শুরু করলেই তৎপরতার সঙ্গে জবাব দেয় যৌথবাহিনী। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই দলেই এমন দুই মাওবাদী নেতা ছিলেন, যাঁদের মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল এক লক্ষ টাকা। গুলির লড়াইয়ে সেই দুই নেতার মৃত্যু হয়েছে।

ফ্ল্যাটের মধ্যেই গাঁজার চাষ, উদ্ধার ৯৬টি গাছ, ধৃত তিন

আমদাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর: গোপন সূত্রে পুলিশ খবর পেয়েছিল ফ্ল্যাটের মধ্যে গাঁজা চাষ করা হচ্ছে। আর সেই খবর পেয়েই গুজরাতের আমদাবাদের বোপাল এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশের একটি দল। ফ্ল্যাটে ঢুকতেই তারা চমকে ওঠে। বেশ কিছু পাত্রে থরে থরে সাজানো গাঁজা। শুধু তাই-ই নয়, তল্লাশি চালিয়ে ওই ফ্ল্যাট থেকে ৯৬টি গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার আমদাবাদের বোপাল এলাকার একটি আবাসনে তল্লাশি অভিযানে গিয়েছিল আমদাবাদ পুলিশের একটি দল। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফরেন্সিক দলকেও। একটি অভিজাত এলাকায় ফ্ল্যাটের মধ্যে দেদার গাঁজা চাষ এবং সেই গাঁজার রমরমিয়ে ব্যবসা চলছিল কিন্তু পড়শিরা টের পাননি। এক প্রতিবেশীর দাবি, তিন যুবক কারও সঙ্গেই তেমন মেলামেশা করতেন না। কেউ তাঁদের বিষয়ে খুব একটা আগ্রহও দেখাতেন না। ফলে ফ্ল্যাটের ভিতর যে এত বড় একটা মাদকের কারখানা চলছিল তা আঁচ করতে পারেননি। ১৬তলার ওই ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে রবি প্রকাশ, বীরেন প্রভাত এবং রিতিকা নামে তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, যে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে, তা উন্নত মানের। বিদেশে এই ধরনের গাঁজার চাষ হয়। এই তিন জনের সঙ্গে কোনও বিদেশি মাদকপাচার চক্রের যোগ আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কোথায় কোথায় গাঁজা সরবরাহ করা হত, কারা সেই গাঁজা কিনতেন, তা-ও জানাক চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ফ্ল্যাট থেকে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার হয়েছে।

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 10/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 4 nos Civil works. Bid Submission start-**31/08/2023**, Ends- **12/09/2023** For more details please visit www.wbtenders.gov.in or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
টেন্ডার নং ঃ ৭০/২৩/১১৩৪, তারিখ ঃ ০২.০৯.২০২৩। টেন্ডার কেস নং ৭০/২৩/১১৩৪-এর প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনী জারি করা হয়েছে, যা ২০.০৯.২০২৩ তারিখে খোলার জন্য পুনরায় ধার্য করা হয়েছে। টেন্ডার খোলার তারিখ (টিওডি) যে তারিখ থেকে ঃ ০৫.০৯.২০২৩। যে তারিখ পড়তে হবে ঃ ২০.০৯.২০২৩।
ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
[PR4/148]
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
The Chairman invites e-Tenders (Online) for "Annual Maintenance Contract for 2(Two) Mobile Compactor Registration **No- WB-23E-7031 & WB-23E-7033 under Baranagar Municipality", NIeQ No: WBMAD/ BM/ HD/ NIQ- 67(eP)/2023-24 Date- 04.09.2023, Tender ID: 2023_MAD_563554_1 & 2023_MAD_563554_2.** Bid submission of end date(Online) is **16.09.2023 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit www.baranagarmunicipality.orgn
Sd/- Chairman

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites quotation vide Quotation **no.09/Electrical Materials/ C.M/2023-2024** & 10/Electrical Materials/ C.M/ **2023-2024, Dt-05.09.2023** for supplying electrical materials. For further information please visit www.chakdahamunicipality.in

N.I.T. No. 06 of 2023-2024
Sealed Tender are invited by the Assistant Engineer, Berhampore Sub-Division-III P.W. Dte. for some works on **04.09.2023**
1. Last Date of receipt of Application: - **12.09.2023 up to 2.00 P.M.**
2. Receipt of Tender in sealed envelope:- **15.09.2023 at 3.00 P.M.**

Assistant Engineer,
PWDte Berhampore
Sub Division No.III

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
জোনাল অফিস : বহরমপুর
কাসিমবাজার শাখা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল : C642@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪-এ" [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন] বিক্রয়

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতাদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এর আইনি উত্তরাধিকারীকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক/ গঠনমূলক/ প্রতীকী** (যেটি প্রযোজ্য) **দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ২০.০৭.২০২৩ তারিখে বিক্রি করা হবে "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এর থেকে।

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ ও তারিখ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা-মেসার্স চন্দনা শাড়ি, স্বত্বাধিকারী - সুদীপ দাস,** পিতা- প্রয়াত কমলেশ দাস, ৪৭/৪, শ্যামচাঁদ বাগান লেন, ১৫ নং ওয়ার্ড, পোস্ট - শান্তিপুর, থানা- শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ **ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার : স্বত্বাধিকারী - সুদীপ দাস,** পিতা- প্রয়াত কমলেশ দাস, ৪৭/৪, শ্যামচাঁদ বাগান লেন, ১৫ নং ওয়ার্ড, পোস্ট - শান্তিপুর, থানা- শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ **বন্ধকদাতা তথা জামিনদার: শ্রীমতী চন্দনা দাস,** স্বামী- প্রয়াত কমলেশ দাস, ৪৭/৪, শ্যামচাঁদ বাগান লেন, ১৫ নং ওয়ার্ড, পোস্ট - শান্তিপুর, থানা- শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ **গ) বাবলা শাখা**	জমি ও তার উপর নির্মাণ সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ২২, মৌজা - শান্তিপুর, জমির এলাকা ৩.৩ শতক প্লট নং আরএস ৫১২৮ তে, এলআর ৫২২৮ এবং এলাকা ১.৫০ শতক প্লট নং আরএস ৫১২৬ তে, এলআর ৫২২৬, খতিয়ান নং ২৪৭৪, ২৪৮৪ এর অধীনে, বর্তমান এলআর ২৬২৭/১ শান্তিপুর পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং ৪৭/৪, ওয়ার্ড নং ১৫ শ্যামচাঁদ বাগান লেনে, পোস্ট- শান্তিপুর, থানা- শান্তিপুর, জেলা নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৪০৪, চন্দনা দাসের নামে ২৪.১২.১৯৯০ তারিখে বিক্রয় দলিল নং ৪২০৬। **উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - বৈদ্যনাথ সেনের সম্পত্তি, দক্ষিণ - রামকৃষ্ণ বর্মনের জমি, পূর্ব - পৌর রাস্তা, পশ্চিম - অন্যদের সম্পত্তি।	**৩৩,৪২,৪৮৬.৯৬ টাকা [(তেত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো ছিয়াশি টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ২৭,২৮,২২৫.৯০ টাকা + ৬,১৪,২৬১.০৬) টাকা] ০৪/০৯/২০২৩ অনুযায়ী**	**ক) ২৩,০৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩১,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB30247750040 ঙ) নেই**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা বন্ধকদাতা তথা জামিনদার: জনাব রেজাউল্লা সেখ,** পিতা- মরহুম আমির হোসেন, পশ্চিম রেল গেট, নাক্কাটিতলা, পোস্ট ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২২৬ **জামিনদার: মিসেস নার্গিস বেগম,** স্বামী-রেজাউল্লা সেখ, পশ্চিম রেল গেট, নাক্কাটিতলা, পোস্ট ও থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২২৬ **জামিনদার: জনাব হুমায়ুন কবির,** পিতা- আব্দুস সাত্তার, সাগরদিঘি ব্লকপাড়া, পোস্ট- সাগরদিঘি, থানা- সাগরদিঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২২৬ **খ) সাগরদিঘী শাখা**	জনাব রেজাউল্লা সেখের নামে তথায় বিল্ডিং সহ ১.১৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল উপহারের দলিল নং আই-১৬৯৪ তারিখ- ২৮.০৩.২০১২, মৌজা সাগরদিঘী থানা- সাগরদিঘী এর অধীনে, জেএল নং ৮৯, খতিয়ান নং এলআর ১২১৬, দাগ নং এলআর ৫৬৮, জমির প্রকৃতি - বাস্তু। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মহঃ আসাদুল্লা সেখের সম্পত্তি, দক্ষিণ- মহঃ সফিউল্লার সম্পত্তি, পূর্ব-রাজ্জাক মল্লিকের সম্পত্তি, পশ্চিম- মহঃ সফিউল্লা এবং ঈসা মোহাম্মদের সম্পত্তি দ্বারা।	**১৯,২২,৫১৯.৪২ টাকা [(উনিশ লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশো উনিশ টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১১,৬৬,২২৬.৪২ টাকা + ৭,৫৬,২৯৩.০০ টাকা)] ০৪/০৯/২০২৩ অনুযায়ী**	**ক) ১৪,০৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪১,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB30023955305 ঙ) নেই**
৩.	**ক) ঋণগ্রহীতা বন্ধকদাতা তথা জামিনদার : শ্রী উত্তম শীল,** পিতা-প্রয়াত অমূল্য চন্দ্র শীল, ৪৯০/১, রামগোপাল স্ট্রিট, ঢাকপাড়া, ওয়ার্ড নং ২, পোস্ট - শান্তিপুর, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স বিশ্বকর্মা রিপেয়ারিং সেন্টার, স্বত্বাধিকারী : শ্রী উত্তম শীল,** ৪৯০/১, রামগোপাল স্ট্রিট, ঢাকপাড়া, ওয়ার্ড নং ২, পোস্ট - শান্তিপুর, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদার: শ্রীমতী বন্দনা শীল,** স্বামী- শ্রী উত্তম শীল, ৪৯০/১, রামগোপাল স্ট্রিট, ঢাকপাড়া, ওয়ার্ড নং ২, পোস্ট - শান্তিপুর, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ **খ) বাবলা শাখা**	তথায় নির্মাণ সহ ৩.৩ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং ২৫, মৌজা - বাইগাছি, প্লট নং আরএস- ১৩৯, এলআর খতিয়ান নং ৪০৭ আরএস ৪৬০ এর অধীনে , এলআর ২৭৮২, বর্তমান এলআর ৩৭২৮ শান্তিপুর পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং ৪৯০/১, ১ নং রাম গোপাল সেন স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ২, পোস্ট-শান্তিপুর, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন-৭৪১ ৪০৪, উত্তম শীলের নামে ২৮.০১.২০০৯ তারিখে বিক্রয় দলিল নং ৩৪৬। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- স্বাস্বত রায়ের সম্পত্তি, দক্ষিণ - সুমন সাহার সম্পত্তি, পূর্বে -৮ ফুট প্রশস্ত রোড, পশ্চিম - সুমন সাহার সম্পত্তি দ্বারা।	**২৭,৫০,৬৫০.৬০ টাকা [(সাতাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা ষাট পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ২৩,৮৫,৭৮০.৫০ টাকা + ৩,৬৪,৮৭০.১০ টাকা)] ০৪/০৯/২০২৩ অনুযায়ী**	**ক) ১৯,৬৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৯৭,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB11483996767 ঙ) নেই**

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ১২ অক্টোবর, ২০২৩ (১০.১০.২০২৩) দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা

১. ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে অনলাইন পোর্টালে (https://www.mstcecommerce.com/ auctionhomelibapi) নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কেওয়াইসি নথিগুলি অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর দ্বারা যাচাই করা হয়ে গেলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের **১১.১০.২০২৩** এর মধ্যে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে অর্থাৎ পোর্টালে অকশনের তারিখ এবং সময়ের আগে। অকশনের আগে রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথির যাচাইকরণ এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর অবশ্যই ভালভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
২. দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী এমএসটিসি লিঃ-এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্পডেস্ক নম্বর** ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে কল করুন । এমএসটিসি লিমিটেডের সাথে নিবন্ধন স্থিতির জন্য, ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com** -এ।
৩. সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "**১৮০০-১০৩-৫৩৪২**" এবং "০৭৯-৪১০৭২৪১২/৪১১/৪১৩"-এ যোগাযোগ করুন ।
৪. দরদাতাদের **https://ibapi.in** এবং www.mstcecommerce.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তির অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।

দ্রষ্টব্য : এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ অংশীদার(গণ)/বন্ধকদাতা (গণ)- এরও প্রতি

তারিখ: ০৬.০৯.২০২৩
স্থান: বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-05/2023-24 Dated: 01.09.2023, and (NIeT) No: NGP-06/2023-24 Dated: 01.09.2023.** The last date for online submission of tender is **11.09.2023 UPTO 16.00.**
For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

OFFICE OF THE PRODHAN
DANGAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ PANCHAYAT SAMITY
RAMPUR, HASANPURI, MURSHIDABAD, PIN-742302
e-mail: dangapara.gp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 01/DGP/2023- 24, Dated: 01-09-2023.** The last date for online submission of tender is **11-09-2023 (Monday) up to 16:00 Hours.**
For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Nasima Khatun
(Prodhan, Dangapara G.P.)

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি অধীন ৩ (তিন) টি ইলেক্ট্রিক্যাল কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং সর্বশেষ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিকতম তিন মাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে পারেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইনে) শুরুর তারিখ : ০৪.০৯.২০২৩ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইনে) শেষ তারিখ : ০৪.০৯.২০২৩ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত
টেন্ডার আইডি : 2023_MAD_563030_1, 2023_MAD_563030_2, 2023_MAD_563030_3
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১৩৮(২)/২৩-২৪
৫.৯.২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No.21/23-24/BEUP/T Dated 05.09.2023.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Development work under Bidhyak elaka Unnayan Prakalpa. Last date of submission of tender: **21.09.2023 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the www.wbtenders.gov.in, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No.20/23-24/FCXV/T Dated 05.09.2023.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Development work under Fifteen Finance Commission. Last date of submission of tender: **21.09.2023 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the www.wbtenders. gov.in, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

NIT No. SFDC/MD/ NIT-20(e)/2023-24
SFDC Ltd. invites e-tender from the bona fide and resourceful contractors having experience for the work of **providing round the clock security services at various sites at Kolkata.** Last date of (online) bid submission on **25.09.2023 up to 2.00 p.m.** and date of opening on **27.09.2023 at 2.00 p.m.** For details please visit our website: **www.wbsfdcltd.com** or **https://wbtenders.gov.in**

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-03 of 2023-24 (2nd Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Sinking of 3 nos. 300 mm x 200 mm dia 300 mtr. Deep Tube Well at zone-C.E.F within Basirhat Municipality Under AMRUT (Ph-1). e-Tender Start Date: **05/09/2023 at 04.00 PM.** and Closing Date: **22.09.2023 at 4.00 PM.** For more information, visit : **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality form well reputed Agency/ Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in. Tender Notice No. 1184,Dt.04/09/2023** for Different Electrical works under Green City Mission at various Place under the jurisdiction of Kanchrapara Municipality. **Tender ID: 2023_MAD_563769_1 to 2.** Last Date of Bid Submission **30/09/2023 up to 17.00 Pm.**
S/D Kamal Adhikary,
Chairman
Kanchrapara Municipality

e-Tender Notice
NIT No.– This office Memo no - 637, Date: 05.09.2023 Duly filled tender are invited for Construction of **(i) Community Toilet at Memari-II PS (3 nos.) each Rs. 2,50,000.00, (ii) Installation of submersible pump at Memari-II PS (3 nos.) each Rs. 2,50,000.00, (iii) Construction of Cover Drain (2 nos.) Rs. 2,20,000.00 & Rs. 80,000.00 and (iv) Installation of solar submersible pump at Memari-II PS (2 nos.) each Rs. 4,50,847.00** from bonafide, eligible resourceful contractor/agency for the work under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) up to **13.09.2023** for detail information please contact with Memari-II P.S. office notice board/SAE Section.
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

পূর্ব রেলওয়ে
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-KPA/EG/OT-03/23-24, তারিখ ০৪.০৯.২০২৩, ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি) পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়ার তরফ থেকে ই-দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে যোগ্যতা সম্পন্ন, প্রতিষ্ঠিত এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সরকারি লাইসেন্স ইলেক্ট্রিক্যাল চুক্তির এবং আর্থিক সংগতিসম্পন্নদের নিকট থেএক নিম্নলিখিত কাজের জন্য, **দরপত্র নং, কাজের নাম, দরপত্র, মূল্যায়ণ খরচ, (টাকা) দরপত্র ফর্মের খরচ(টাকা), বায়নাকৃত অর্থ (টাকা) দরপত্র বন্ধের তারিখ ও সময় এবং কাজ সমাপ্তের সময় নিম্নরূপ:** KPA/EG/OT-03/23-24, কাজের নাম : কেপিএ ওয়ার্কের বিভিন্ন সৌর শক্তি সম্পন্ন ছাদেরউপর প্রতিস্থাপন কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে (প্ল্যান্টের ক্ষমতা ৭৫০ কেডব্লুবি) ২৬৬১৪৪৫৫.০০, নেই, ২৮৩১০০.০০, ২৩.০৯.২০২৩ দুপুর ২.০০ টোয়, ১২ মাস এবং সম্পূর্ণ বিবরণ দরপত্রের এবং নথির ও অন্যান্য বিষয়ের যাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in.
বিডিং জমা দেওয়ার ও ই-দরপত্রের তারিখ ২৩.০৯.২০২৩ বেলা ২.০০ টো। ম্যানুয়াল অফার এই দরপত্রের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে না এবং ম্যানুয়াল অফার জমা দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না ও বাতিল করা হবে। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার/কাঁচরাপাড়া, পিন ৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। MISC-129
Follow us at : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কেন বিশ্বকাপের দলে নেই চাহাল?
প্রশ্ন তুললেন ক্ষুব্ধ হরভজন সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল হোক কিংবা টিম ইন্ডিয়ার সীমিত ওভারের ফরম্যাট। যজুবেন্দ্র চাহাল সবসময় ম্যাচ উইনার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছেন। তবুও এশিয়া কাপের পর এবার বিশ্বকাপের দল থেকেও বাদ গেলেন এই তারকা লেগ স্পিনার। টিম কম্বিনেশন বজায় রাখতেই নাকি চাহালকে ফের বাদের তালিকায় ফেলে দেওয়া হল। এমন খবরই ভারতীয় ক্রিকেটের অলিন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এবার ভারতীয় দল থেকে তারকা স্পিনারের বাদ পড়ার পরে এই মন্তব্য করলেন হরভজন সিং। তিনি বলেন, ফর্ম খারাপ থাকলেও দলে রাখা উচিত ছিল চাহালকে। তাতে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতেন চাহাল। এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পর থেকেই চাহাল বাদ পড়া নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। বিশ্বকাপের দলেও নেই এই লেগ স্পিনার। ফলে বিতর্ক আরও বাড়ছে।

ভাজ্জি টুইটারে লিখেছেন, ‘যজুবেন্দ্র চাহাল বিশ্বকাপের দলে নেই। প্রকৃত ম্যাচ উইনারকে দলে রাখা হবে না!’ এই টুইট দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে চাহাল বাদ যাওয়ার জন্য বেশ ক্ষুব্ধ ভারতের প্রাক্তন অফ স্পিনার।

২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে ছিলেন চাহাল। কিন্তু একটা ম্যাচেও খেলার সুযোগ পাননি তিনি। সেমিফাইনালে হেরে বিদায় নিয়েছিল ভারতীয় দল। তারপর থেকেই জাতীয় দলে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন রিস্টস্পিনার। দিন কয়েক আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও সেভাবে ভাল পারফর্ম করতে পারেননি চাহাল। পাঁচ ম্যাচে মাত্র পাঁচটি উইকেট নিয়েছেন তিনি। এশিয়া কাপের দলে তাঁকে না নেওয়া নিয়ে নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর বলেছিলেন, সাম্প্রতিক ফর্মের কথা মাথায় রেখেই চাহালকে বাদ দিয়ে কুলদীপ যাদবকে দলে রাখা হয়েছিল। এবার বিশ্বকাপের দল থেকেও বাদ গেলেন তিনি।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, ‘ভারতীয় দলের একটাই খামতি রয়েছে- যুজবেন্দ্র চাহালের অনুপস্থিতি। সীমিত ওভারের সেরা স্পিনার চাহাল। মানছি শেষ কয়েকটা ম্যাচে একেবারেই ভাল পারফর্ম করতে পারেনি ও। কিন্তু তার মানে এই নয় যে চাহাল ভাল স্পিনার নয়।’ হরভজন আরও বলেন, তআমার মনে হয় চাহালের দলে থাকাটা দরকার ছিল। আশা করি চাহালের জন্য জাতীয় দলের দরজা এখনও খে ালা রয়েছে। বুঝতে পারছি এখন চাহাল ফর্মে নেই। কিন্তু দলের সঙ্গে থাকলে ওর আত্মবিশ্বাস বজায় থাকত একবার দল থেকে বাদ পড়ে গেলে ভাল খেলার জন্য অহেতুক চাপ তৈরি হয় ক্রিকেটারের উপরে।’

২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে তাঁর জায়গা হয়নি। এরপর ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে থাকলেও, তাঁকে কোনও ম্যাচেই চাহালকে খেলাননি রোহিত শর্মা। আর এবার তাঁকে বিশ্বকাপের দল থেকেই বাদ দেওয়া হল। চাহালের কেরিয়ার থেকে তিনটি বিশ্বকাপ বাদ চলে গেল! এহেন লেগ স্পিনার কি আবার ভারতীয় দলে ফিরতে পারবেন? ফিরলেও কি বিশ্বকাপ দলে না থাকার যন্ত্রণা কি তাঁর কমবে? প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই গেল।

বিশ্বকাপের দল ঘোষণা ভারতের, নেই কোনও চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যান্ডি সব প্রতীক্ষার ও জল্পনার অবসান। আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত হল ভারতীয় হল। চলতি এশিয়া কাপের মাঝেই ক্যান্ডি থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে দল ঘোষণা করলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও কোচ রাহুল দ্রাবিড়। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী আসন্ন একদিনের বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করা হয়েছে। ৫ তারিখই প্রাথমিক দল ঘোষণার শেষ তারিখ ছিল।

ভারতের বিশ্বকাপ দলে তেমনভাবে কোনও চমক নেই। এশিয়া কাপে ১৭ জনের স্কোয়াড থেকে যে ১৫ জন সুযোগ পেতে পারে বলে মনে করা হয়েছিল তারাই দলে রয়েছে। তিলক বর্মা ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা এই দুজন জায়গা পাননি বিশ্বকাপের দলে। সঞ্জু স্যামসনের ভাগ্যও সহায় হয়নি। উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে কেএল রাহুল ও ইশান কিশানকে রাখা হয়েছে। এক ঝলকে দেখে নিন বিশ্বকাপে ভারতের স্কোয়াড।

ভারতীয় দলের বিশ্বকাপের স্কোয়াড রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল , বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, কেএল রাহুল (উইকেটকিপার), ইশান কিশান (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া (সহ অধিনায়ক), রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, শার্দুল ঠাকুর, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব।

প্রসঙ্গত দিন কয়েক আগে জানা গিয়েছিল বিসিসিআই সরকারি ঘোষণা না করলেও বিশ্বকাপের দল চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষা ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার। নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর শ্রীলঙ্কায় উড়ে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং শোনা গিয়েছিল সেখানেই নাকি দল বেছে নিয়েছিলেন তারা। এদিন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হল।

টেস্টের পর ওয়ানডে থেকেও আচমকা অবসরের ঘোষণা ডি ককের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বয়স মাত্র ৩০। টেস্ট ক্রিকেট ছেড়েছেন প্রায় দুই বছর আগে। এবার ওয়ানডে ক্রিকেটও ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রোটিয়া ওপেনার কুইন্টন ডি কক। ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপ শেষে ওয়ানডে জার্সি তুলে রাখবেন ডি কক। ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার দল ঘোষণার পরই ডি ককের অবসরের খবর নিশ্চিত করে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড।

২০২১ সালে টেস্ট ক্রিকেট থেকেও এমন আচমকা অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন ডি কক। পরিবারকে সময় দিতেই টেস্ট ছেড়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন ডি কক। দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের সর্বশেষ সিরিজ খেলেছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্রামে ছিলেন ডি কক। তবে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শুরু হতে যাওয়া ওয়ানডে সিরিজে খেলবেন ডি কক।

সম্প্রতি বিগ ব্যাশের দল মেলবোর্ন রেনেগেডসের সঙ্গে চুক্তি করেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। ডিসেম্বরে শুরু হতে যাওয়া এ টুর্নামেন্টে তাঁর খেলা নিশ্চিত হওয়ার পরই ওয়ানডেতে ডি কককে আর দেখা যাবে কি না সেই প্রশ্ন উঠেছিল। কারণ, এ সময়েই ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলার কথা দক্ষিণ আফ্রিকার। ভারতের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বলের সিরিজ শুরু ১০ ডিসেম্বর, শেষ ২১ ডিসেম্বর। আর অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট বিগ ব্যাশ হবে ১০ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি। ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১৪০ ওয়ানডে খেলেছেন ডি কক। ১৭ সেঞ্চুরি ও ২৯ হাফ সেঞ্চুরিতে তাঁর মোট রান ৫৯৬৬। গড়টাও ভালোই;৪৪.৮৫।

ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকার ক্রিকেট পরিচালক এনখ এনকোয়ে ডি ককের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন, ‘কুইন্টন ডি কক দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটের একজন সেবক। অনেক বছর ধরে সে প্রোটিয়া স্কোয়াডের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল। সে তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দিয়ে একটা মানদণ্ড তৈরি করেছিল। আমরা তার ওয়ানডে ছাড়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি। এত বছর ধরে সার্ভিসের জন্য ডি কককে ধন্যবাদ জানাই। তার ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা, তবে এখনো তাকে প্রোটিয়া জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে দেখতে মুখিয়ে আছি।’

কলম্বোয় বন্যা পরিস্থিতি, সরল ফাইনাল-সহ সুপার ফোর পর্বের ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃষ্টির বাড়াবাড়িতে সরল এশিয়া কাপের ম্যাচ। শ্রীলঙ্কার কলম্বো এবং পাল্লেকেলে-কে ২০২৩ এশিয়া কাপের ভেনু বাছা হয়েছিল। দুটি জায়গাতেই বৃষ্টির দাপট। রাস্তাঘাট জলে থইথই। শ্রীলঙ্কায় এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের সবকটি ম্যাচ বৃষ্টিতে বিঘ্নিত হয়েছে। শ্রীলঙ্কাকে ভেনু বাছা নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন জয় শাহরা। তবে গুরুত্বপূর্ণ সুপার ফোর স্টেজের ম্যাচগুলি বৃষ্টি বিঘ্নিত হলে মুখ পুড়বে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের। তাই ফাইনাল-সহ সুপার ফোর স্টেজের ম্যাচগুলি কলম্বো থেকে সরল হামবানটোটায়। সম্প্রতি পাকিস্তান বনাম আফগানিস্তান তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলা হয়েছে হামবানটোটায়। ফাইনাল-সহ এশিয়া কাপের পরবর্তী রাউন্ড সেখানেই আয়োজিত হবে।

রবিবার, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কায় সুপার ফোর স্টেজের ম্যাচগুলি হওয়ার কথা। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর ওই ভেনুতেই রয়েছে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ। গত সপ্তাহের শেষ থেকে সোমবার পর্যন্ত কলম্বোতে ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে। এশিয়া কাপকে বৃষ্টি বিঘ্নিত হওয়ার থেকে বাঁচাতে ম্যাচগুলি কলম্বো থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসিসি। সোমবারের ভারত বনাম নেপাল ম্যাচটিতে বৃষ্টির জন্য ওভার কমিয়ে আনা হয়। ম্যাচটি ১০ উইকেটে জিতে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া।

গত রবিবারই কলম্বো থেকে ম্যাচ অন্যত্র সরানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সুপার ফোরের পরবর্তী ম্যাচগুলি ডাম্বুলার রংগিরি স্টেডিয়ামে সরানোর কথা ছিল। তবে বর্তমানে স্টেডিয়ামটিতে কাজ চলছে। এরপর গ্রুপ পর্বের পর সুপার ফোরের ম্যাচগুলিও পাল্লেকেলেতে সরিয়ে আনার কথা ভাবা হয়েছিল। তবে সেখানেও বৃষ্টির দাপট। সেদিক থেকে হামবানটোটা অনেক সেফ। সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীলঙ্কার বাকি জায়গাগুলিতে যে পরিমাণ বৃষ্টির দাপট তা হামবানটোটায় নেই। তাই শেষমেশ ওই ভেনুটিই বেছে নিল এসিসি। যেখানে আফগানিস্তানকে ওডিআই সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান।

আমাদের নজর সোনালি ট্রফিতে, বাইরের কথায় কান দেব না রোহিত শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নজর এখন শুধুই বিশ্বকাপ জয়। তাই বাইরের কোনও সমালোচনা বা কটু কথায় কান দিতে চান না ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের পর সাংবাদিক বৈঠকে এসে রোহিত সাফ জানিয়ে দিলেন, কোনওরকম সমালোচনায় কান দিতে তিনি রাজি নন।

বিশ্বকাপের বাকি আর মাস দেড়েক। মঙ্গলবারই ভারত দল ঘোষণা করেছে। দল নির্বাচনের সময় সাংবাদিক বৈঠক থেকে ভারত অধিনায়ক বলছেন,দআমরা সম্ভাব্য সেরা দলই বেছে নিয়েছি। আমাদের ব্যাটিং গভীরতা আছে। স্পিন-সহ অন্যান্য বোলিং বিকল্পও রয়েছে।দ রোহিত জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এবং বিপক্ষের শক্তি বুঝে প্রতি ম্যাচের প্রথম একাদশ বেছে নেওয়া হবে। রোহিতদের বেছে নেওয়া দল থেকে বাদ পড়েছেন, এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সেরা স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। বাদ পড়েছেন আইসিসি টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফর্ম করা শিখর ধাওয়ানও। সঞ্জু স্যামসনকেও রাখা হয়নি। ভারতীয় দলে না থাকা যে সঞ্জুদের দুর্ভাগ্য, সেটা মেনে নিয়েছেন অধিনায়ক রোহিত। তিনি বলছেন,দঅনেক ক্রিকেটার আছেন। যারা হয়তো সুযোগ পাননি। প্রতিবারই এমনটা হয়। আমি নিজেও এর ভুক্তভুগী। বেদনাটা আমি জানি।দ ঈশান কিষান এবং লোকেশ রাহুল, বিশ্বকাপ দলে রয়েছেন দুই উইকেটরক্ষকই। কিন্তু প্রথম একাদশে সুযোগ পাবেন কে? রোহিত বলছেন,দপরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত। প্রয়োজনে দু’জনই একসঙ্গে খেলতে পারেন।দ

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় দলকে বিস্তর সমালোচনা শুনতে হয়েছে। অত্যাধিক পরীক্ষানিরীক্ষা কেন? বিশ্বকাপের এত কাছেও দল তৈরি নয় কেন? এমন বহু প্রশ্ন শুনতে হয়েছে। ভারত অধিনায়ককে এদিনও সেই একই প্রশ্ন করা হয়। তাতে খানিক মেজাজ হারাতে দেখা গেল ভারত অধিনায়ককে। জানিয়ে দিলেন, আর এই ধরনের কোনও সমালোচনা বা প্রশ্ন তিনি শুনতে চান না। বিশ্বকাপের মধ্যেও আর কোনও বিতর্কিত প্রশ্নের জবাব তিনি দেবেন না। লক্ষ্য একটাই, বিশ্বকাপ জয়।

প্যারিসে আমরা নরকবাস করেছি- মেসির পরে এবার পিএসজি নিয়ে মুখ খুললেন নেইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসির পরে এবার নেইমরা। পিএসজি নিয়ে মুখ খুললেন ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার। এলএম ১০-এর ছোঁয়ায় বদলে গিয়েছে ইন্টার মায়ামি। পিএসজি-র জার্সিতে দু’বার লিগ ওয়ান খেতাব জেতেন মেসি। কিন্তু ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় ভাগ্য বদলাতে পারেননি মেসি। নেইমার ও মেসি এখন ক্লাব বদলে ফেলেছেন। ঠিকানা বদলেছে দুই তারকারই। কিন্তু পুরনো ক্লাবে তাঁদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছিল, তা ভুলতে পারেননি দুই তারকাই। তাই পিএসজি প্রসঙ্গ উঠলেই অভিমানী হয়ে পড়েন মেসি ও নেইমার।

২০১৭ সালে রেকর্ড অর্থে বার্সেলোনা থেকে নেইমারকে দলে তুলে নিয়েছিল পিএসজি। তবে তারপর থেকে নাকি সেই ক্লাবে টিকতেই পারছিলেন না নেইমার। খেলায়ও নিজের সেটাও দিতে পারেননি তিনি। এরপরে নেইমারের উপর রেগে গিয়েছিল পিএসজি সমর্থকরা। ক্লাব ছাড়ার ঠিক কয়েক মাস আগেই ব্রাজিলিয়ান তারকার বাড়ির সামনে বিক্ষোভও করে ক্লাবটির সমর্থকরা। শুধু তাই নয়, ক্লাব ছাড়ার পর পিএসজির সমর্থকরা নেইমারকে উদ্দেশ্য করে কটুকথা লিখে ব্যানার নিয়েও এসেছিল মাঠে। এবার নেইমারও দিলেন সবকিছুর উত্তর দিলেন।

ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম গ্লোবো এস্পোর্তেকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেন, ‘পিএসজি-তে আমরা খুব হতাশ ছিলাম। আমরা ওখানে নিজেদের সেরাটা দিতে চেয়েছিলাম। চ্যাম্পিয়ন হতেই গিয়েছিলাম, ইতিহাস তৈরি করার ইচ্ছা ছিল আমাদের। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সফল হইনি।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্যারিসে আমরা নরকবাস করেছি।’ নেইমারের মতো মেসিও পিএসজিতে খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। আর্জেন্তাইন মহাতারকাকে একবার নিষিদ্ধও করেছিল ক্লাব। এ ছাড়া সমর্থকদের দুয়ো তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্লাব ছাড়ার পর নেইমারের মতো তাঁকে নিয়েও অপমানজনক পোস্টার বানিয়েছিল পিএসজি সমর্থকরা। নেইমার বলেন, ‘আর্জেন্তিনার হয়ে সে স্বর্গবাস করেছে। তার জন্য খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু প্যারিসে আমরা নরকবাস করেছি। আমার মতে, প্যারিসে তার সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। ফুটবলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সে (পিএসজি থেকে) যেভাবে চলে গিয়েছে, সেটি প্রাপ্য ছিল না।’ বার্সেলোনায় নিজের সেরা সময় কাটালেও ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোসেই তারকা হিসেবে বেড়ে উঠেছিলেন নেইমার। নেইমার বলেন, ‘সান্তোসে ফেরার ইচ্ছা আছে। কবে জানি না। তবে ফিরব, এটা নিশ্চিত।’ এদিকে নেইমার জানিয়েছেন, তাঁর বন্ধু মেসির সঙ্গে সঠিক ব্যবহার করা হয়নি পিএসজিতে। মেসিকে যেভাবে ক্লাব ছাড়তে হয়েছে, তা একপ্রকার অসম্মানজনক বলে মনে করেন নেইমার। পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে ফ্রি ট্রান্সফার হিসেবে যোগ দিয়েছেন। লিওনেল মেসির সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে একই ক্লাবে খে লেছেন নেইমার। দুজনের মধ্যে বেশ ভালো বন্ধুত্ব। তাই মেসির সঙ্গে সমর্থকদের এমন আচরণ ভালোভাবে নেননি নেইমারও।

মেসিকে পরিকল্পিতভাবে বিশ্বকাপ জেতানোর অভিযোগ নেদারল্যান্ডস কোচ ফন গালের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা-নেদারল্যান্ডসের সেই ম্যাচ এখনো মুছে যায়নি দর্শকদের স্মৃতি থেকে। আগুন লড়াইয়ে রূপ নেওয়া সেই ম্যাচ এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে রেফারিকে কার্ড দেখাতে হয়েছে ১৮ বার। এমনকি সেই ম্যাচে লিওনেল মেসির অন্য রকম এক রূপ দেখেছিলেন সবাই। সাধারণত শান্ত মেজাজের জন্য পরিচিত মেসিও সেদিন রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। এমনকি গোলের পর ফন গালের উদ্দেশে দুই কানে হাত দিয়ে মেসির করা উদ্‌যাপনটিও পরে ‘ট্রেডমার্কে’ পরিণত হয়।

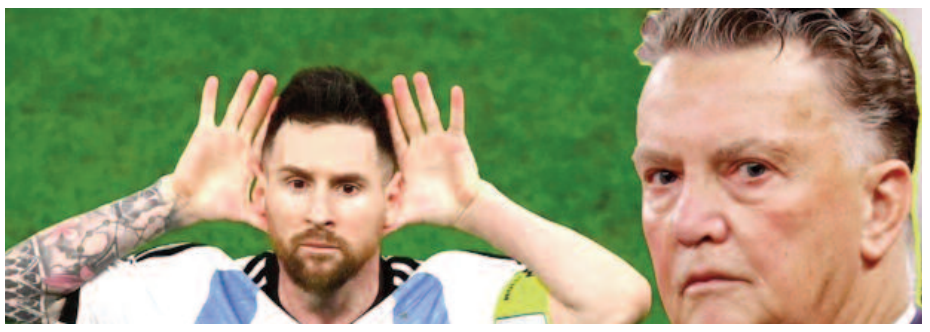

সেই ম্যাচের পর মেসি জানান, ফন গালের কথায় অপমানিত হয়ে এমনটা করেছিলেন। সেই ম্যাচের আগে ফন গাল বলেছিলেন, ‘আর্জেন্টিনার পায়ে যখন বল থাকে না, মেসি তখন কিছুই করেন না।’

মেসি কথাটা মোটেই ভালোভাবে নেননি। ডাচ্‌দের গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামেন এবং জিতে মাঠ ছাড়েন। তবে মেসি-ফন গালের সেই দ্বৈরথের রেশ এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এবার মেসিকে পরিকল্পিতভাবে বিশ্বকাপ জেতানোর অভিযোগ এনে আবার সেই বিতর্কে ঘি ঢাললেন ফন গাল। বলেছেন, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ম্যাচটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল। মেসিকে বিশ্বকাপ জেতাতে এমনটা করা হয়েছিল।

সম্প্রতি ডাচ্ সংবাদমাধ্যম ‘এনওএস’স্পোর্টসকে ফন গাল বলেছেন, ‘আমি এটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না। আপনি যখন দেখবেন কীভাবে আর্জেন্টিনা গোলগুলো করেছিল এবং আমরা কীভাবে গোলগুলো করেছিলাম (তখন বুঝতে পারবেন)। তাদের কিছু খেলোয়াড় সীমা অতিক্রম করেছিল এবং এরপরও তাদের কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। ফলে আমার মনে হয়েছে এই ম্যাচটা পুরোপুরিভাবে পূর্বপরিকল্পিত খেলা ছিল। আমি যা বলতে চেয়েছি, মেসিকে কি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতেই হতো? আমার মনে হয়, হ্যাঁ।’ তবে ফন গালের এই বক্তব্য সামনে আসার পর আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা এটাকে ভালোভাবে নিতে পারেননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সমালোচনাও করেছেন তাঁরা। একজন লিখেছেন, ‘ফন গাল চাইলে কাঁদতে পারেন। কিন্তু তিনি কখনো এরকম কোনো শিরোপা জিততে পারবেন না।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘মেসি হারতে পারত যদি আপনার খেলোয়াড়রা পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারত।’ আরেকজনের মন্তব্য এমন, ‘সে এখনো নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য অজুহাত খুঁজছে।’

বিশ্বকাপে মেসি ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে পক্ষপাতের অভিযোগ অবশ্য নতুন কিছু নয়। বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার পর পর্তুগিজ ডিফেন্ডার পেপে বলেছিলেন, ‘আমরা একটি গোল খেয়েছি, যা প্রত্যাশিত ছিল না। তবে আগের রাতে যা হয়েছে, এরপর এই ম্যাচে আর্জেন্টাইন রেফারিকে দায়িত্ব দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। আমি যা দেখলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, বিশ্বকাপটা তারা এখন চাইলে আর্জেন্টিনাকে দিয়ে দিতে পারে। আমি এটা এখন বলতেই পারি।’

আর্জেন্টিনার পক্ষে রেফারির দেওয়া পেনাল্টির সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করে সেমিফাইনালে হারের পর ক্রোয়াট অধিনায়ক লুকা মদরিচ বলেছিলেন, ‘পেনাল্টি দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এটা স্পষ্ট যে সেই সিদ্ধান্ত ম্যাচ বদল দিয়েছে।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**